

আমাদের প্রিয় স্বর্গদূতগণ
স্বর্গের দূত মানুষের সহযাত্রী

ধর্মের বেড়া পেরিয়ে মানুষের কাছে বাণী প্রচার

দয়া, সেবা ও খ্রিস্টীয় ভালবাসার আলোকবর্তিকা সাধু ভিনসেন্ট ডি'পল



১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমামূল্য
মহাপরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম -

মা মিতালী ১ অক্টোবর ২০১২, এই দিনে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আজও আমাদের এই নির্মম বাস্তবতা মেনে নিতে কষ্ট হয় যে, তুমি আমাদের মাঝে নেই; তবুও তুমি বেঁচে আছো আমাদের হৃদয় মাঝে, আছো প্রিয়জনদের হৃদয়ে। আমরাও বেঁচে আছি তোমার আদর, স্নেহ ও ভালোবাসাকে সম্বল করে।

তুমি স্বর্গধাম হতে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন, আমরা তোমার ভাল কাজ, ভালোবাসা, উদারতা, ধৈর্যশীলতা ও ক্ষমাশীলতা অনুসরণ করতে পারি এবং ভালোবাসা, একতায়, মিলন ও শান্তিতে একত্রে বাস করতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

প্রয়াত মিতালী মেরীলিন কস্তা

জন্ম: ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১ অক্টোবর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

তোমারই শোকাহত বাবা ও মা

সুনীল সেলেষ্টিন কস্তা ও
মঞ্জু মারিয়া কস্তা

৩৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার,
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

৬২/৭৭/১২

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

পাওয়া যাচ্ছে!
পাওয়া যাচ্ছে!!

পাওয়া যাচ্ছে -

- ❖ দৈনিক বাইবেল ডায়েরী - ২০২৭ (Bible Diary - 2027),
- ❖ দৈনিক বাগীবিভান,
- ❖ প্রার্থনাবিভান
- ❖ ক্রুশ
- ❖ মেডেল
- ❖ বড়দিনের কার্ড
- ❖ গোশালা ঘর



- * খ্রিস্টযাগ রীতি
- * খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- * ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র বই
- * এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ

- * যুগে যুগে গল্প
- * সমাজ ভাবনা
- * প্রণাম মারিয়া: দয়াময়ী মাতা
- * বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- * খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- * বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- * স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

শীঘ্রই পাওয়া যাবে ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার ও প্রাহরিক প্রার্থনার বই।

অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।

যোগাযোগের ঠিকানা

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিএসি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।



আমাদের জীবনে স্বর্গীয় দূতদের সহায়তা উপলব্ধি করে দরিদ্র মানুষের পাশে থাকি

মানুষের জীবন কেবল দৃশ্যমান জগতের বাস্তবতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস আমাদের এমন এক গভীর আধ্যাত্মিক বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে ঈশ্বরের সৃষ্ট স্বর্গীয় দূতগণ তাঁর মহিমা ঘোষণা করেন, তাঁর ইচ্ছা পালন করেন এবং মানুষের পরিদ্রাঘের পথে সহযোগিতা করেন। পবিত্র শাস্ত্র ও মণ্ডলীর ঐতিহ্যে মহাদূত মিখায়েল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েলের বিশেষ ভূমিকার কথা আমরা জানতে পারি। একই সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের জীবনে রক্ষীদূতের সঙ্গ ও প্রার্থনাময় সহায়তার কথাও মণ্ডলী শিক্ষা দেয়। কাতলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় বলা হয়েছে, মানুষের জীবন শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বর্গদূতদের সজাগ যত্ন ও মধ্যস্থতার দ্বারা পরিবেষ্টিত।

স্বর্গীয় দূতেরা ঈশ্বরের পথে আমাদেরকে পরিচালিত হতে সাহায্য করেন। তাঁরা আমাদের মনে করিয়ে দেন—আমরা একা নই, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক সহায়তার উপলব্ধি যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সেবায় প্রকাশ না পায়, তাহলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ স্বর্গীয় দূতেরা যেমন ঈশ্বরের সেবক, তেমনি আমরাও ঈশ্বরের ভালোবাসার বাহক হয়ে উঠতে আহ্বানপ্রাপ্ত।

২৯ সেপ্টেম্বর মহাদূতদের ও ৩ অক্টোবর রক্ষীদূতদের পর্বদিবস। মহাদূত মিখায়েল আমাদের মনে করিয়ে দেন মন্দের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে; মহাদূত গাব্রিয়েল ঈশ্বরের শুভসংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে; আর মহাদূত রাফায়েল আরোগ্যদানে, পথচলায় ও সঙ্গদানের আহ্বান জানায়। খ্রিস্টান হিসেবে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারি—আমাদের চারপাশের অসহায়, দরিদ্র, অবহেলিত ও একাকী মানুষদের কাছে আমরা কি ঈশ্বরের ভালোবাসার বাহক হয়ে?

এর উত্তর আমরা সাধু ভিনসেন্ট ডি পল—এর জীবনে পাই। তিনি দরিদ্র মানুষের মধ্যে কেবল অভাবগ্রস্ত একজন মানুষকে দেখেননি; তিনি তাঁদের মধ্যে খ্রিস্টের উপস্থিতি আবিষ্কার করেছিলেন। পোপ ফ্রান্সিস ভিনসেনসিয়ান পরিবারের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, দরিদ্র মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতে ভিনসেন্ট যিশু খ্রিস্টকেই দেখতে শিখেছিলেন। তাঁর কাছে দরিদ্ররা হয়ে উঠেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভূসম। দরিদ্রকে তিনি কেবল সাহায্য নেওয়ার মানুষ হিসেবে দেখেননি; বরং তাঁদের মর্যাদা, কণ্ঠস্বর ও মানবিকতাকে সম্মান করেছেন।

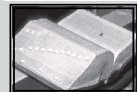
আজ বিশ্বের বহু দেশে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে ভিনসেন্ট ডি পল সংস্থাটি। সংস্থাটির মূল্যবোধের কেন্দ্রে রয়েছে প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা, দরিদ্র মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বিনয় ও সহমর্মিতা। ভিনসেনসিয়ানদের সেবাধারা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়—দরিদ্রের পাশে দাঁড়ানো মানে শুধু কিছু অর্থ বা সামগ্রী দিয়ে চলে আসা নয়; বরং তাঁর কাছে যাওয়া, তাঁর কথা শোনা, তাঁর দুঃখকে নিজের হৃদয়ে স্থান দেওয়া এবং তাঁর মর্যাদাকে সম্মান করা।

আজকের দিনে দরিদ্রদের চেহারাও পরিবর্তিত হচ্ছে। অর্থের অভাবের পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া, চিকিৎসার অনিশ্চয়তা, কর্মসংস্থানের অভাব, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব এবং মর্যাদাহানির মতো নানা বাস্তবতা। তাই দরিদ্র মানুষের সেবায় শুধু দান নয়, প্রয়োজন ‘জীবনসংলাপ’—তাঁদের সঙ্গে বসা, কথা বলা, তাঁদের জীবন ও স্বপ্নকে বোঝা এবং তাঁদের সঙ্গে পথ চলা।

এই জায়গাতেই বর্তমান সময়ে সিস্টার আজুলিনা মাউরী-র দরিদ্র মানুষের সঙ্গে জীবনসংলাপ আমাদের জন্য একটি অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে। দরিদ্র মানুষের পাশে থাকা, তাঁদের জীবন ও বাস্তবতার কাছাকাছি যাওয়া এবং তাঁদের কথা মন দিয়ে শোনা—এই ধরনের উপস্থিতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে খ্রিস্টীয় সেবা হলো মানুষের সঙ্গে জীবন ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান।

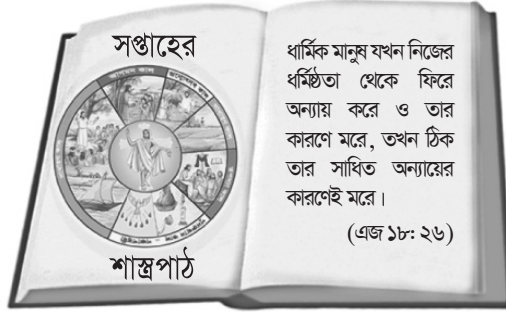
দরিদ্র মানুষের জীবনে প্রবেশ করলে আমরা শুধু তাঁদের পরিবর্তন করি না; তাঁরাও আমাদের পরিবর্তন করেন। তাঁদের সরলতা, সংগ্রাম, বিশ্বাস, ধৈর্য ও আশার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক সময় নিজের বিশ্বাসের নতুন অর্থ আবিষ্কার করি। সাধু ভিনসেন্ট ডি পলও এ কারণেই দরিদ্রদের মধ্যে খ্রিস্টকে খুঁজে পেয়েছিলেন। পোপ ফ্রান্সিসের ভাষায়, যারা দরিদ্র মানুষের দুঃখের সঙ্গে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলে, তাদের খ্রিস্টীয় জীবন বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

আসুন, স্বর্গীয় দূতদের সহায়তা ও সঙ্গলাভের বিশ্বাসকে আমাদের মানবসেবার প্রেরণায় পরিণত করি। সাধু ভিনসেন্ট ডি পলের মতো দরিদ্রদের মধ্যে খ্রিস্টকে দেখতে শিখি। সিস্টার আজুলিনা মাউরীর মতো দরিদ্র মানুষের জীবনের কাছে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে জীবনসংলাপে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা লালন করি। †



কেননা যোহন ধর্মময়তার পথে আপনাদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করলেন না। (মথি ২১: ৩২)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org



কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৭ সেপ্টেম্বর - ০৩ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

২৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার সাধারণকালের ২৬তম রবিবার (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-২) এজ ১৮: ২৫-২৮; সাম ২৫: ৪-৫, ৬-৭, ৮-৯; ফিলি ২: ১-১১ (সংক্ষিপ্ত ২: ১-৫); মথি ২১: ২৮-৩২
২৮ সেপ্টেম্বর, সোমবার সাধারণকালের ২৬তম সপ্তাহ (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-২) সাধু ভেনসেলাউস, ধর্মশহীদ এবং সাধু লরেন্স রুইজ এবং সঙ্গীগণ, ধর্মশহীদ যোব ১: ৬-২২; সাম ১৭: ১-৩, ৬-৭; লুক ৯: ৪৬-৫০
২৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সাধারণকালের ২৬তম সপ্তাহ (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-২) পুণ্য মহাদুতগণ মিখায়িল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল, পর্ব সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান দানি ৭: ৯-১০, ১৩-১৪ (বিকল্প প্রত্য ১২: ৭-১২); সাম ১৩৮: ১-৫; যোহন ১: ৪৭-৫১
৩০ সেপ্টেম্বর, বুধবার সাধারণকালের ২৬তম সপ্তাহ (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-২) সাধু যেরোম, যাজক ও আচার্য, স্মরণ দিবস যোব ৯: ১-১২, ১৪-১৬; সাম ৮৮: ৯-১৪; লুক ৯: ৫৭-৬২
০১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার সাধারণকালের ২৬তম সপ্তাহ (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-২) বালক যীশু ভক্তা সাধ্বী তেরেজা, কুমারী ও আচার্য, স্মরণ দিবস যোব ১৪: ২১-২৭; সাম ২৭: ৭-৯, ১৩-১৪; লুক ১০: ১-১২
০২ অক্টোবর, শুক্রবার সাধারণকালের ২৬তম সপ্তাহ (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-২) পুণ্য রক্ষীদুতগণ, স্মরণ দিবস সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান যাজা ২৩: ২০-২৩; সাম ৯১: ১-৬, ১০-১১; মথি ১৮: ১-৫, ১০
০৩ অক্টোবর, শনিবার সাধারণকালের ২৬তম সপ্তাহ (প্রোফেট প্রাঃ সঃ-২) যোব ৪২: ১-৩, ৫-৬, ১২-১৭; সাম ১১৯: ৬৬, ৭১, ৭৫, ৯১, ১২৫, ১৩০; লুক ১০: ১৭-২৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৮ সেপ্টেম্বর, সোমবার + ১৯৭৪ ফা. এভোরে বেল্লিনাতো, পিমে (দিনাজপুর) + ১৯৮২ ব্রা. বার্টিন যোসেফ করমিয়ের, সিএসসি (চট্টগ্রাম) + ১৯৮৩ সি. এম. ভিক্টোরিয়া, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
২৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার + ২০০৫ ফা. পিয়েরো ত্রুদমেন্দো লামান্না, এসএক্স (খুলনা)
৩০ সেপ্টেম্বর, বুধবার + ২০০০ সি. এম. ফ্রান্সিলিয়া ম্যাগী, সিএসসি
০১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার + ২০২১ সি. মেরী ফ্রান্সিসকা, এসএমআরএ (ঢাকা) + ২০২৫ সি. মেরী হ্রেডুড গমেজ, আরএনডিএম (ঢাকা)
০২ অক্টোবর, শুক্রবার + ১৯৪৫ বিশপ তিমথি জন ক্রাউলী, সিএসসি (ঢাকা) + ১৯৬৯ সি. লরেট ভার্ডিয়ে, সিএসসি + ২০১৪ ফা. গ্রেগরিও স্কিয়াভি, পিমে (দিনাজপুর) + ২০১৭ সি. জুলিয়েট মার্গারেটা মেডেজ, এলইচসি (বরিশাল)
০৩ অক্টোবর, শনিবার + ১৯৫৭ ফা. চেসারে কান্তানের, পিমে (দিনাজপুর) + ২০১৮ সি. মেরিলীন, এসএমআরএ (ঢাকা)

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২২৭৮ যেমন চিকিৎসা-প্রক্রিয়া দুর্বল বোঝানোর, বিপজ্জনক, অস্বাভাবিক, অথবা প্রত্যাশিত ফলাফলের তুলনায় নগণ্য, তা থামিয়ে দেয়া বৈধ হতে পারে; একে ব্যবস্থাপনায় “অতিমাত্রায় উত্সাহ” দেখানোর অস্বীকৃতি বলা চলে। এক্ষেত্রে কেউ ইচ্ছা করে মৃত্যু ঘটাতে চায় না; এখানে মৃত্যু রোধ করার অপারগতাকেই মাত্র মেনে নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত নিতে হবে রোগীকেই – অবশ্য তার যদি সেই যোগ্যতা থাকে এবং সে যদি সক্ষম হয়। আর তা যদি না হয়, তবে আইনত রোগীর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার যার আছে, সে ই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। আর এক্ষেত্রে তার যুক্তিসঙ্গত ইচ্ছা এবং আইনসম্মত বাসনার প্রতি সব সময়েই মর্যাদা দিতে হবে।

২২৭৯ মৃত্যু যদিও আসন্ন বলে মনে হয়, তথাপি রুগ্ন ব্যক্তির প্রাণ্য সাধারণ যত্নে কোন বাধা প্রদান আইনসম্মত হতে পারে। মুগ্ধ ব্যক্তির কষ্ট লাঘব করার জন্য বেদনাহর ঔষধ ব্যবহার করার ফলে যদিওবা আয়ু কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তথাপি নৈতিকতা বিচারে তা মানবিক মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে যদি তা মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্য বা উপায় হিসেবে ব্যবহার করা না হয়, বরং শুধুমাত্র অবশ্যজবী বলে মনে হয় এবং মেনে নেয়া হয়। উপশমকর সেবায় এক বিশেষ ধরনের নিঃস্বার্থ ভালবাসা। তাই একে উত্সাহিত করা উচিত।

আত্মহত্যা

২২৮০ প্রত্যেকেই তার নিজ জীবনের জন্য ঈশ্বরের কাছে দায়ী যিনি তাকে এ জীবন দিয়েছেন। ঈশ্বরই হলেন জীবনের সর্বময় কর্তা। আমার কৃতজ্ঞতার সাথে জীবনকে গ্রহণ করতে এবং তাঁর সম্মানে ও আমাদের আত্মার মুক্তির জন্য তা রক্ষা করতে বাধ্য। ঈশ্বর আমাদেরকে যে জীবন দান করেছেন, আমরা তার রক্ষাকারী মাত্র; আমরা তার মালিক নই। সেই জীবন বিনাশ করার অধিকার আমাদের নেই।

২২৮১ আত্মহত্যা মানুষের জীবন রক্ষা ও স্থায়ী করার স্বাভাবিক প্রবণতার বিরোধিতা করে। ইহা নিজের প্রকৃত ভালবাসার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ। ইহা প্রতিবেশীর প্রতি প্রেমকেও আঘাত হানে কারণ ইহা অন্যায়ভাবে পরিবার, জাতি এবং অন্যান্য মানব সমাজের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বন্ধন ছিন্ন করে যাদের প্রতি আমাদের দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। আত্মহত্যা জীবনময় ঈশ্বরের ভালবাসার বিরুদ্ধাচরণ।

২২৮২ আত্মহত্যা যদি উদাহরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়, বিশেষতঃ যুবক-যুবতীদের কাছে, তথাপি তা গুরুতর কলঙ্কজনক। আত্মহত্যা ইচ্ছাকৃত সাহায্য-সহযোগিতা নৈতিক বিধানের বিরুদ্ধাচরণ।

দুঃসহ অভাব, দুঃখকষ্ট বা নির্ধাতনের সম্মুখীন হয়ে, নিদারুণ মানসিক অস্থিরতা, যন্ত্রণা ও ভয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কেউ আত্মহত্যা করলে তার দায়-দায়িত্ব লাঘব হতে পারে।

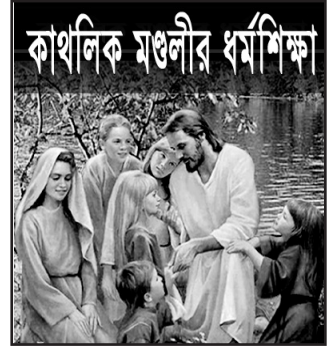
২২৮৩ যারা আত্মহত্যা করে তাদের অনন্ত মুক্তির বিষয়ে আমরা যেন হতাশ না হই। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কীভাবে মুক্তিদায়ী অনুতাপের সুযোগ দেয়া হয়। যারা আত্মহত্যা করেছে খ্রীষ্টমণ্ডলী তাদের কল্যাণে প্রার্থনা নিবেদন করে।

(খ) ব্যক্তির মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা

অপরের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা: বিদ্ব

২২৮৪ বিদ্ব সৃষ্টি এক ধরনের মনোভাব বা ব্যবহার যা অন্যকে মন্দতার দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সৃষ্টি করে সে তার প্রতিবেশীকে প্রলুব্ধ করে। সে গুণ ও পবিত্রতার ক্ষতি সাধন করে। এমন কি সে তার ভাইবোনের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণও হতে পারে। বিদ্ব সৃষ্টি করা মারাত্মক অপরাধ যদি তা কাজ বা কাজের অবহেলা দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যকে গুরুতর অপরাধের দিকে নিয়ে যায়।

২২৮৫ কোন বিদ্ব সৃষ্টি কতটুকু গুরুতর তা নির্ভর করে যারা বিদ্ব সৃষ্টি করেছে তাদের ক্ষমতা অথবা যারা বিদ্ব পেয়েছে তাদের দুর্বলতার উপর। এজন্যই আমাদের প্রভু এই বিধির বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন: “এই যে ক্ষুদ্রজনেরা আমাতে বিশ্বাস রাখে, যে কেউ তাদের একজনেরও পদচলন ঘটায়, তার গলায় যাতাকলের বড় পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্র-গর্ভে ডুবিয়ে দেওয়াই বরং তার পক্ষে ভাল।” বিদ্ব গুরুতর হয় যদি যারা ক্ষমতাবলে বা স্বাভাবিকভাবে বা পদাধিকার বলে অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন, তাদের দ্বারা তা ঘটে। যীশু শাস্ত্রী ও ফরিসিদের এই কারণেই তীব্র ভরসা করেন: তিনি তাদের তুলনা করেছেন মেসের পোশাক-পরা নেকড়ের সঙ্গে।



স্বর্গের দূত, মানুষের সহযাত্রী : মহাদূতদের জীবন ও বার্তা থেকে আমাদের শিক্ষা

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

মানুষের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন আমরা বুঝতে পারি; জীবন শুধু চোখে দেখা বাস্তবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিপদের সময় হঠাৎ সাহস ফিরে পাওয়া, গভীর হতাশার মধ্যে একটি আশার কথা শোনা, অসুস্থতার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে কারও পাশে এসে দাঁড়ানো; এসব অভিজ্ঞতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মানুষের জীবন একটি গভীর রহস্যের অংশ। কাতলিক বিশ্বাস সেই অদৃশ্য জগতের বাস্তবতাকে স্বীকার করে। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে স্বর্গদূতদের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। তাঁরা ঈশ্বরের সেবক এবং তাঁর ইচ্ছার বাহক। বিশেষভাবে মহাদূত মাইকেল, মহাদূত গাব্রিয়েল ও মহাদূত রাফায়েল আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত সুন্দর তিনটি পথ দেখান—সুরক্ষা, সুসংবাদ এবং সহযাত্রা।

২৯ সেপ্টেম্বর তাঁদের সম্মিলিত পর্ব উদ্‌যাপন করতে গিয়ে তাই শুধু স্বর্গদূতদের স্মরণ করাই যথেষ্ট নয়; বরং আমাদের নিজেদের জীবনকেও প্রশ্ন করা দরকার: আমি কি অন্যের জীবনে নিরাপত্তা আনছি? আমি কি আশার সংবাদ বহন করছি? আমি কি অসহায় মানুষের পাশে হাঁটছি?

স্বর্গদূত: ঈশ্বরের সেবক

কাতলিক মণ্ডলীর শিক্ষা অনুযায়ী, স্বর্গদূতরা বাস্তব আত্মিক সত্তা। তাঁরা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করেন এবং তাঁর পরিকল্পনায় মানুষের কল্যাণে সেবা করেন। Catechism of the Catholic Church- শিক্ষা দেয় যে; মানুষের জীবন শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বর্গদূতদের সুরক্ষা ও মধ্যস্থতায় পরিবেষ্টিত। তবে এখানে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে মনে রাখা জরুরি, আমরা স্বর্গদূতদের উপাসনা করি না; আমরা ঈশ্বরেরই উপাসনা করি। স্বর্গদূতরা আমাদের নিজেদের দিকে টানেন না; তাঁরা আমাদের ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দেন। তাঁদের সম্মান করার অর্থ হলো ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস প্রকাশ করা।

মহাদূত মাইকেল: সত্য ও সাহসের রক্ষক

“Michael” নামটির অর্থ সাধারণভাবে বোঝানো হয়—“কে ঈশ্বরের মতো?” পবিত্র শাস্ত্রে মহাদূত মাইকেলকে ঈশ্বরের জনগণের রক্ষক এবং অশুভের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দূত হিসেবে দেখা যায়। প্রকাশিত বাক্যে আমরা পড়ি, “তখন স্বর্গলোকে একটা যুদ্ধ বেধে গেল; মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী নাগদানবকে আক্রমণ করলেন (প্রত্যাদেশ ১২:৭)।”

মাইকেলের এই চিত্র আমাদের আজও গভীরভাবে কথা বলে। আজকের পৃথিবীতে সব যুদ্ধ অস্ত্র দিয়ে হয় না। কিছু যুদ্ধ হয় সত্য ও

মিথ্যার মধ্যে। কিছু যুদ্ধ হয় ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে। কিছু যুদ্ধ হয় ভালোবাসা ও ঘৃণার মধ্যে। কিছু যুদ্ধ হয় আশা ও হতাশার মধ্যে। একজন শিক্ষক যখন দুর্বল ছাত্রকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেন, সেখানে মাইকেলের সাহস আছে। একজন যুবক যখন social media-র মিথ্যা ও ঘৃণার বিরুদ্ধে সত্য কথা বলে, সেখানেও মাইকেলের শিক্ষা আছে।

একজন সাধারণ মানুষ যখন অন্যায়ের শিকার একজন দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ান, তখনও সেই আত্মা কাজ করে। মহাদূত মাইকেল আমাদের শেখান, ভালোকে শুধু ভালোবাসলেই হবে না; প্রয়োজনে ভালোকে রক্ষা করার সাহসও থাকতে হবে। আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত: অন্যায় দেখলে আমি কি নীরব থাকি, নাকি সাহসের সঙ্গে সত্যের পাশে দাঁড়াই?

মহাদূত গাব্রিয়েল: আশার সুসংবাদের বাহক

মহাদূত গাব্রিয়েলকে আমরা বিশেষভাবে দেখি ঈশ্বরের সুসংবাদের বাহক হিসেবে। লুকের সুসমাচারে তিনি মারীয়ার কাছে এসে বলেন, “ভয় করো না, মারীয়া (লুক ১:৩০)।” কত ছোট একটি বাক্য! কিন্তু কত গভীর তার অর্থ! ভীত একজন মানুষের সবসময় বড় কোনো বক্তৃতার প্রয়োজন হয় না। কখনো তার শুধু প্রয়োজন হয় এমন একজন মানুষের, যে শান্তভাবে বলে, “ভয় পেও না। তুমি একা নও।” মহাদূত গাব্রিয়েলের বার্তা মারীয়ার জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনার দরজা খুলে দিয়েছিল। আর মারীয়া উত্তর দিয়েছিলেন, “আমি প্রভুর দাসী; আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক (লুক ১:৩৮)।” এখানে মহাদূত গাব্রিয়েলের শিক্ষা শুধু “সুসংবাদ বলা” নয়। এটি আমাদের শেখায়—ঈশ্বরের ভালো সংবাদ গ্রহণ করা এবং সেই সংবাদ অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আজকের পৃথিবীতে আমরা প্রতিদিন অসংখ্য দুঃসংবাদ শুনি। যুদ্ধ, দারিদ্র, বেকারত্ব, পারিবারিক সংকট, সহিংসতা, অসহিষ্ণুতা, হতাশা। এই পৃথিবীতে একজন খ্রিস্টান মানুষ হতে পারেন আশার বাহক। একজন ব্যর্থ যুবককে বলা, “আবার চেষ্টা করো।” একজন অসুস্থ মানুষকে বলা, “আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করছি।” একজন একাকী মানুষকে বলা, “তুমি একা নও।” একজন শিশুকে বলা, “তোমার মধ্যে সম্ভাবনা আছে।” এসব ছোট কথা হলেও এগুলো মানুষের জীবনে বড় আলো জ্বালাতে পারে। মহাদূত গাব্রিয়েল আমাদের শেখান, আমাদের মুখ থেকে যেন এমন কথা বের হয়, যা মানুষকে ঈশ্বরের দিকে এবং আশার দিকে নিয়ে যায়।

মহাদূত রাফায়েল: পথের সহযাত্রী ও আরোগ্যের সেবক

মহাদূত রাফায়েলের কাহিনী বিশেষভাবে পাওয়া যায় তোবিথের গ্রন্থে। তিনি তোবিয়াসের যাত্রায় সহযাত্রী হন এবং তার পথকে নিরাপদ ও অর্থপূর্ণ করতে সাহায্য করেন। মহাদূত রাফায়েল আমাদের একটি অত্যন্ত মানবিক সত্য শেখান; সব পথ একা হাঁটতে হয় না। জীবনে এমন সময় আসে যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে যাই। কেউ অসুস্থ। কেউ চাকরি হারিয়েছে। কেউ পরিবার নিয়ে চিন্তিত। কেউ বিদেশে একা। কেউ ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীত। কেউ নিজের ব্যর্থতা নিয়ে ভেঙে পড়েছে। সেই সময় সমস্যাটি সঙ্গে সঙ্গে সমাধান না হলেও, একজন মানুষ যদি পাশে এসে বলে, আমি তোমার সঙ্গে আছি; তাহলে পথটি আর আগের মতো একা মনে হয় না। রাফায়েলের শিক্ষা এখানেই গভীর। সহযাত্রা নিজেই একটি ministry।

মানুষের জীবনে মহাদূত রাফায়েলের শিক্ষা

আমার পালকীয় কাজের অভিজ্ঞতা আমাকে একটি বিষয় গভীরভাবে শিখিয়েছে; একটি বাড়ির দরজা পেরিয়ে ভিতরে যাওয়া মানে শুধু একটি ঘরে প্রবেশ করা নয়; কখনো কখনো একটি মানুষের গোপন কষ্টের জগতে প্রবেশ করা। কোনো পরিবারের একজন সদস্য অসুস্থ। কোনো মা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ। কোনো বৃদ্ধ মানুষ একাকিত্বে ভুগছেন। কোনো যুবক চাকরি না পাওয়ার হতাশায় আছেন। কোনো পরিবার অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে। এসব সমস্যার সব সমাধান একজন ফাদার বা পালকীয় কর্মীর হাতে থাকে না। কিন্তু একটি কাজ সবসময় করা যায়: পাশে থাকা যায়। কখনো Communion নিয়ে যাওয়া, কখনো অসুস্থ মানুষের সঙ্গে প্রার্থনা করা, কখনো কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকা, কখনো শুধু মন দিয়ে কথা শোনা—এসব ছোট কাজ মানুষের কাছে অনেক বড় হয়ে উঠতে পারে। তখন পালকীয় কাজের একটি গভীর সত্য উপলব্ধি করা যায়; মানুষের সব সমস্যা সমাধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু তার কষ্টের সময়ে তাকে একা না রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব। এটাই মহাদূত রাফায়েলের পথ।

তিন প্রধান স্বর্গদূত: তিনটি জীবন-আঙ্গান

মহাদূত মাইকেল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েলের জীবন ও mission-কে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় বললে তিনটি শব্দ সামনে আসে:

মাইকেল – রক্ষা করো

অন্যায়ের সামনে সত্যের পাশে দাঁড়াও।

গাব্রিয়েল – সুসংবাদ দাও
ভয়ের মধ্যে আশা এবং অন্ধকারের মধ্যে
আলো বহন করো।

রাফায়েল – পাশে হাঁটো
দুঃখী, অসুস্থ ও একাকী মানুষের সঙ্গে পথ
চলো।

এই তিনটি একত্রে আমাদের একটি সুন্দর
খ্রিস্টীয় জীবন দেখায়:

রক্ষা করো।

আশা দাও।

পাশে হাঁটো।

আমরা মহাদূতদের কাছ থেকে কী শিখতে
পারি?

১. ঈশ্বরের জন্য নিজের জীবন উন্মুক্ত করা

স্বর্গদূতদের জীবন নিজেদের মহিমার জন্য
নয়। তাঁদের অস্তিত্ব ঈশ্বরের সেবার দিকে
নিবেদিত। আমাদেরও প্রশ্ন করা দরকার:
আমার শিক্ষা কি শুধু আমার জন্য? আমার
প্রতিভা কি শুধু আমার সাফল্যের জন্য? আমার
সময় কি শুধু আমার নিজের জন্য?

নাকি আমার জীবন অন্য কারও জন্য
আশীর্বাদ হতে পারে?

২. অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী হওয়া

মহাদূত মাইকেল আমাদের শেখান-শান্তি
মানে অন্যায়ের সামনে নীরব থাকা নয়।
সত্যিকারের শান্তির জন্য কখনো কখনো সাহস
দরকার। তবে সেই সাহস যেন ঘৃণার সাহস
না হয়; তা হোক সত্য, ন্যায় ও ভালোবাসার
সাহস।

৩. আশার ভাষা শেখা

মহাদূত গাব্রিয়েল আমাদের শেখান যে,
আমাদের কথারও একটি pastoral power
আছে। একটি কথা মানুষকে ভেঙে দিতে
পারে আবার একটি কথা মানুষকে দাঁড় করিয়ে
দিতে পারে। তাই কথা বলার আগে আমাদের
ভাবা উচিত; আমার কথায় মানুষটি ঈশ্বরের
কাছাকাছি যাবে, নাকি আরও দূরে সরে যাবে?

৪. সহযাত্রী হওয়া

মহাদূত রাফায়েল আমাদের মনে করিয়ে
দেন, মানুষকে শুধু উপদেশের প্রয়োজন নেই;
তার প্রয়োজন একজন সহযাত্রী। কখনো
“ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন” বলা যথেষ্ট নয়।
কখনো আমাদের নিজেদেরও বলতে হয়, “এই
পথটুকু আমি তোমার সঙ্গে হাঁটব।”

৫. আরোগ্যের উপস্থিতি হয়ে ওঠা

সবাই চিকিৎসক হতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকে
healing presence হতে পারে। একটি ক্ষমা
সম্পর্ক সারাতে পারে; একটি আন্তরিক কথা
হৃদয়কে শানিত করতে পারে; একটি visit
একাকিত্ব কমাতে পারে; একটি প্রার্থনা আশা
ফিরিয়ে দিতে পারে; একটি community
একজন মানুষকে আবার নতুন করে বাঁচতে
শেখাতে পারে। আজকের ডিজিটাল পৃথিবীতে

তাঁদের শিক্ষা।

আজ একটি smartphone-এর মাধ্যমে
কয়েক সেকেন্ডে হাজার মানুষের কাছে
পৌঁছানো যায়। তাই আমরাও নিজেদের
জিজ্ঞাসা করতে পারি, আমি কি মহাদূত
মাইকেলের মতো সত্যকে রক্ষা করছি? আমি
কি মহাদূত গাব্রিয়েলের মতো আশার সংবাদ
ছড়াচ্ছি? আমি কি মহাদূত রাফায়েলের মতো
মানুষের একাকিত্বের পথে সহযাত্রী হচ্ছি?
নাকি আমি-গুজব ছড়াচ্ছি, মানুষকে অপমান
করছি, অন্যের দুর্বলতাকে প্রকাশ করছি,
ঘণামূলক মন্তব্য করছি? তাহলে আমাদের
digital life-ও একটি Christian moral
responsibility হয়ে ওঠে। একটি ভালো
message, একটি উত্সাহের বাক্য, অথবা
একটি সং মন্তব্য-কখনো কখনো কারও
সারাদিন বদলে দিতে পারে।

৬. স্বর্গদূতদের মতো মানুষ হওয়া

আমরা স্বর্গদূত নই। আমরা মানুষ। আমাদের
দুর্বলতা আছে, ভুল আছে, ক্লান্তি আছে। তবুও
স্বর্গদূতদের mission আমাদের জন্য একটি
সুন্দর আদর্শ হয়ে উঠতে পারে। আমাদের
প্রশ্ন হওয়া উচিত নয়, “আমি কীভাবে স্বর্গদূত
হব?” বরং “আমি কীভাবে ঈশ্বরের বিশুদ্ধ সেবক
হয়ে অন্যের জীবনে আলো আনব?” যদি আমি
একজন ভীত মানুষের মধ্যে সাহস জাগাতে
পারি, আমি মাইকেলের শিক্ষাকে ধারণ করছি।
যদি আমি একজন হতাশ মানুষের মধ্যে আশা
জাগাতে পারি-আমি গাব্রিয়েলের শিক্ষাকে
ধারণ করছি। যদি আমি একজন অসহায়
মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি-আমি রাফায়েলের
শিক্ষাকে ধারণ করছি।

একজন মাইকেল, একজন গাব্রিয়েল, একজন
রাফায়েল জীবনের দিকে ফিরে তাকালে আমরা
হয়তো এমন মানুষ খুঁজে পাব, যারা আমাদের
জন্য স্বর্গদূতের মতো হয়ে উঠেছিলেন। কেউ
বিপদের সময় আমাদের রক্ষা করেছেন। কেউ
হতাশার সময় একটি আশার কথা বলেছেন।
কেউ কঠিন সময়ে আমাদের হাত ধরে পাশে
থেকেছেন।

তারা হয়তো স্বর্গদূত ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের
ভালোবাসা ও সেবার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের
উপস্থিতির একটি ঝলক অনুভব করেছি।
আমার নিজের পালকীয় কাজের যাত্রাতেও
এমন মানুষদের পেয়েছি, যারা বড় কোনো
বক্তৃতা দেননি; তাঁরা শুধু তাঁদের উপস্থিতি,
প্রার্থনা ও সহায়তার মাধ্যমে পথ চলতে সাহায্য
করেছেন। সেখানেই স্বর্গদূতদের শিক্ষা আরও
বাস্তব হয়ে ওঠে; ঈশ্বরের অনেক সময় মানুষের
হাত দিয়েই তাঁর সাক্ষ্য পাঠান।

শেষ প্রতিফলন: আমি অন্যের জন্য কি হতে
পারি?

মহাদূত মাইকেল যেন আমাদের জিজ্ঞাসা

করেন, “তুমি কি সত্যের পক্ষে দাঁড়াবে?”
মহাদূত গাব্রিয়েল যেন জিজ্ঞাসা করেন, “তোমার
কণ্ঠে কি আশা থাকবে?” মহাদূত রাফায়েল যেন
জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কি অন্যের সঙ্গে পথ
হাঁটবে?”- এই তিনটি প্রশ্ন আমাদের খ্রিস্টীয়
জীবনানুষ্ঠানের গভীরে নিয়ে যায়। হয়তো আজ
আমার পাশে এমন একজন মানুষ আছেন,
যিনি ভয় পাচ্ছেন; আমি তাঁর মাইকেল হতে
পারি-তাকে সাহস দিয়ে। হয়তো কেউ হতাশ;
আমি তাঁর গাব্রিয়েল হতে পারি-তাকে আশার
কথা বলে। হয়তো কেউ একা; আমি তাঁর
রাফায়েল হতে পারি-তাঁর পাশে হেঁটে। তখন
স্বর্গদূতদের পর্ব শুধু একটি উপাসনিক অনুষ্ঠান
থাকবে না। এটি আমাদের জীবন পরিবর্তনের
আঙ্গান হয়ে উঠবে।

মাইকেলের মতো-অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই,
গাব্রিয়েলের মতো-আশার সুসংবাদ বহন করি,
রাফায়েলের মতো-অন্যের পথের সহযাত্রী হই।
আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হয়তো
আরও বেশি শব্দ নয়। আরও বেশি মানুষ
দরকার যারা রক্ষা করবে, আশা দেবে এবং
পাশে হাঁটবে। হয়তো সেই মানুষটি আমিই
হতে পারি।

হয়তো সেই মানুষটি আপনিও। একটি হাসি
দিয়ে; একটি ফোন করে; একটু ক্ষমা চেয়ে;
একটি হাত বাড়িয়ে; একজন অসুস্থ মানুষের
পাশে বসে; একজন বৃদ্ধের কথা শুনে; একজন
যুবককে উত্সাহ দিয়ে; একজন দরিদ্র মানুষের
মর্যাদা রক্ষা করে; একজন প্রতিবেশীকে
ভালোবেসে। তখন হয়তো আমাদের জীবন
দেখে কেউ বলতে পারবে, “ঈশ্বর আজ আমার
কাছে একজন মানুষকে পাঠিয়েছিলেন।” স্বর্গের
দূতদের স্মরণ করি-আর পৃথিবীতে ঈশ্বরের
ভালোবাসার দূত হয়ে উঠি।

তথ্যসূত্র

1. The Holy Bible: Daniel 10:13–
21; 12:1; Luke 1:26–38; Tobit 5–12;
Revelation 12:7–12.

2. Catechism of the Catholic
Church, §§328–336.

3. Pope Benedict XVI, Homily
on the Feast of the Archangels, 29
September 2007.

4. Pope Francis, Morning
Meditation: Let Us Entrust
Ourselves to the Archangels, 29
September 2017.

5. Vatican, Directory on Popular
Piety and the Liturgy, §§213–217.

6. United States Conference of
Catholic Bishops, Book of Tobit,
Chapter 12.

আমাদের প্রিয় স্বর্গদূতগণ

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

পৃথিবীর অনেক ধর্ম একই সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে এবং বিভিন্ন ধর্ম একই সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর নামে ডাকে, তাঁকে দেখে বিভিন্ন রূপে, তাঁকে ভক্তি করে ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বিভিন্ন ভঙ্গিতে। ঈশ্বর ছাড়াও আরো অনেকে অশরীরী সত্তায় বিশ্বাস করে, যেমন: স্বর্গদূত, শয়তান, ভূত-পেত, জিন-পরি ইত্যাদি। আমাদের খ্রিস্টানদের প্রধান বিশ্বাস হলো এক সৃষ্টিকর্তা, যাকে আমরা বিভিন্ন নামে ডেকে থাকি, যেমন: ঈশ্বর সদাপ্রভু, ভগবান, প্রভু, ইত্যাদি। আমরা খ্রিস্টানগণ ঈশ্বর ছাড়াও ঈশ্বরের অন্যতম প্রিয় ও সুন্দর সৃষ্টি স্বর্গদূতকে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, স্বর্গদূতগণ সদা স্বর্গে বিরাজমান, তাঁরা মহান ঈশ্বরের প্রশংসা ও গুণগান করে চলেছেন। ঈশ্বরের মত এই স্বর্গদূতগণ যদিও আমাদের দৈহিক দৃষ্টির অগোচরে, তবুও আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তারা নিত্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে বিদ্যমান।

ইংরেজি “angel” শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ ‘angelos’ থেকে, হিব্রু ভাষায় তা অনুবাদ করা হয়েছে (mal’ak) মাল’য়াক, যার অর্থ হলো সংবাদদাতা বা সংবাদবাহক (messenger)। পবিত্র বাইবেলে স্বর্গদূতদের যে কাজ বা ভূমিকার কথা বলা হয়েছে, তা হলো, তাঁরা হলেন ঈশ্বরের সংবাদবাহক (messengers of God)। স্বর্গদূতদের প্রতি বিশ্বাসটি এসেছে প্রাচীন পারস্যের (ইরান) যোরোস্ট্রিনীয় ধর্মীয় বিশ্বাস (Zoroastrianism) থেকে। পরবর্তীতে এই বিশ্বাস ইহুদিদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং এর পরে খ্রিস্টধর্মে ও ইসলাম ধর্মে স্বর্গদূতদের প্রতি বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে।

স্বর্গদূতদেরকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালনের বিশ্বাসটি এসেছে বাহ্যিক কিছু উৎস থেকে। “নতুন নিয়মে স্বর্গদূততত্ত্বটি যোরোস্ট্রিনিয়াম মতবাদের বিশ্বাস দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে।” পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে স্বর্গদূতদেরকে কখনো কখনো দেখা হতো সংবাদবাহক, সঙ্গী, অভিভাবক, পরিদর্শক, স্বর্গীয় বিচার সবার সদস্য রূপে, যারা ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। ইহুদি ধর্মমতে, স্বর্গদূতগণ হলেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা সেতু বন্ধন।

স্বর্গদূতদের শ্রেণী বিন্যাস

স্বর্গদূতদের মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস নিয়ে পবিত্র বাইবেলে তেমন কোন উল্লেখ নেই।

পুরাতন নিয়মে স্বর্গদূতদের বিষয়ে উল্লেখের “পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে স্বর্গদূতদের নিয়ে ধারণা বাইবেলের চেয়ে সমসাময়িক দর্শনশাস্ত্র দ্বারা (বিশেষ ভাবে প্লেটোর) অধিকতর প্রভাবিত হয়েছিল। এরূপ ধারণাগুলো থেকেই স্বর্গদূতদের শ্রেণী বিন্যাস নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠে, প্রত্যেক শ্রেণির নামকরণও উদ্ভাবন করা হয়।” (“In later centuries speculation about angels was perhaps more influenced by contemporary philosophy (especially Platonic) than by the Bible. Such speculations gave rise to theories about the hierarchy of angels, with names devised for every level.”)

স্বর্গদূতদের শ্রেণী বিন্যাস

ক) মহাদূতগণ: তিন জন: (১) মহাদূত মিখায়েল/মাইকেল, (২) মহাদূত রাফায়েল ও (৩) মহাদূত গাব্রিয়েল

খ) সাধারণ স্বর্গদূতগণ

গ) রক্ষকদূতবৃন্দ

আমাদের দৈহিক চোখ দিয়ে যেমন আমাদের আত্মাকে দেখা যায় না- যে আত্মার কারণে আমরা জীবিত রয়েছি, তদ্রূপ আমাদের দু’চোখ দিয়ে আমরা দৈহিক দৃষ্টিতে স্বর্গদূতদের আমরা দেখতে পাই না বটে, কিন্তু বিশ্বাসের চোখ দিয়ে তাঁদের দেখতে পাই। তাঁদের, পবিত্র উপস্থিতি আমরা অনুভব করি।

পবিত্র বাইবেলে দুই ধরনের স্বর্গদূতদের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়- একদল স্বর্গবাসী ঈশ্বরবিশ্বাসী স্বর্গদূতবৃন্দ, অন্য দল পতিত স্বর্গদূতবৃন্দ, যারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত, যাদেরকে আমরা “শয়তান” বা “মন্দ আত্মা” বলে থাকি। ধর্মাব্যক্ষদের ঐশতত্ত্ব (Patristic Theology) অনুসারে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুই প্রকার দূত রয়েছে: একজন ন্যায্যতার দূত এবং অন্যজন দুষ্টতার দূত- মানুষের আত্মাকে তারা পরস্পরের বিপরীতে টানাটানি করছে।

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে স্বর্গদূতদের কিছু উল্লেখ:

আদিপুস্তক ৩:২৪, এদেন উদ্যানে ঈশ্বর জীবন বৃক্ষের কাছে যাবার পথ পাহারায় স্বর্গদূত ও অগ্নিময় তরবারি স্থাপন করেন।

যাত্রাপুস্তক ৩:২, একটি ঝোপের মাঝখানে জ্বলন্ত আগুন থেকে ঈশ্বরের দূত মোশীকে দেখা দেন।

যাত্রাপুস্তক ২৩:২০, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেন

যে, প্রতিশ্রুত দেশে যাত্রা পথে ইহুদি জনগণকে রক্ষা করতে তিনি একজন দূত পাঠাচ্ছেন।

ডানিয়েল ৬:২২, ডানিয়েলকে সুরক্ষা: “আমার ঈশ্বর তাঁর দূত পাঠিয়ে সিংহদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন।”

সামসঙ্গীত ১০৩:২০, সাম রচয়িতা ঈশ্বরের অনুগত স্বর্গদূতদের সৃষ্টি করা হয়েছে ঈশ্বরের গৌরব করতে।

যিশাই ৬:১-২, ঈশ্বরের সিংহাসনের উপরে ছিলেন কয়েকজন ছয় ডানায়ুক্ত সেরাফিন বা স্বর্গদূত।

নতুন নিয়মে স্বর্গদূতদের উল্লেখ:

পবিত্র নতুন নিয়মে স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে ঈশ্বরের বার্তাবাহক হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। তিনি ঈশ্বরের সুসংবাদ বা ঈশ্বরের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। স্বর্গদূতদের বিষয়ে নতুন নিয়মে বেশ কয়েকটি জায়গায় স্বর্গদূতদের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

মথি ৪:১১, মরুভূমিতে চল্লিশ দিন উপবাস করার সময় যিশুকে শয়তান পরীক্ষা করে চলে যাওয়ার পর স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর সেবা করেন।

মথি ২২:৪৩, গেৎসিমানী বাগানে চরম মর্ম যন্ত্রণার সময় স্বর্গদূত যিশুকে সাহুনা দান করেন।

মথি ২৮:২-৩, মথি ২৮:১-৭, মথি ১৩:৩৪-৪১; ২৫:৩১-৪৬, মথি ১৮:১০ শিশুদের রক্ষক স্বর্গদূত প্রসঙ্গে।

লুক ১২:৮-৯, স্বর্গদূতদের কথা যিশু নিজেই উল্লেখ করেছেন।

লুক ১:২৬-২৮, স্বর্গদূত গাব্রিয়েল কুমারী মারীয়ার গর্ভে মুক্তিদাতার আগমন সংবাদ ঘোষণা করেন।

লুক ১:১১-২০, স্বর্গদূত গাব্রিয়েল যাজক যাকারিয়ার কাছে দীক্ষাগুরু যোহনের ভাবী জন্ম সংবাদ ঘোষণা করেন।

লুক ১৫:১০, পাপীর অনুশোচনায় আনন্দ: “--- একজন পাপী মন ফিরালে ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে আনন্দ হয়।”

প্রেরিত ১২:৭, কারাগার থেকে পিতরকে মুক্ত করা: “আর দেখ, প্রভুর এক দূত নিকটে দাঁড়াইলেন.....।”

ইব্রীয় ১৩:২, (অতিথিসেবা ও স্বর্গদূত): “--- কেহ কেহ না দূতগণকে অতিথি করছেন।”

(বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

(রেজিঃ নং- ৩৭৫, তাং- ১১/১০/১৯৮২ খ্রি.)

সমিতির কার্যালয়ের ঠিকানা : চার্ট কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুণীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা- ১২১৫।

স্মারক নং- আঠারগ্রাম/নির্বাচন-০২

ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন/২০২৬

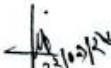
তারিখ:- ২২/০৯/২০২৬ খ্রি.

এতদ্বারা 'আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ' এর সম্মানিত সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির গত ১৩/০৮/২০২৬ খ্রি. তারিখের সভার সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক জারীকৃত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনের নোটিশ অনুযায়ী আগামী ০৬/১১/২০২৬ খ্রি. তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চার্ট কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুণীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা- ১২১৫ ঠিকানায় বিশেষ সাধারণ সভায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে সমিতির নিবন্ধিত উপ-আইন মোতাবেক ০১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন সেক্রেটারী, ০১ (এক) জন ম্যানেজার, ০১ (এক) জন ট্রেজারার এবং ০৪ (চার) জন ব্যবস্থাপনা কমিটির ডিরেক্টরসহ ০৯ (নয়) টি পদে সমিতির সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

নির্বাচন কমিটির ২০/০৯/২০২৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমন্বয় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত, ২০২০) এর ২৭(১) বিধি অনুসারে আগামী ০৬/১১/২০২৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হওয়ার লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হলো :

নির্বাচনী তফসিল/২০২৬ খ্রি.

ক্রম নং	বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
০১।	মনোনয়নপত্রের ফরম বিতরণ	৩০/০৯/২০২৬ খ্রি. ০১/১০/২০২৬ খ্রি.	বিকাল ০৫:৩০ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়।
০২।	মনোনয়নপত্রের ফরম জমা গ্রহণ	০৬/১০/২০২৬ খ্রি. ০৭/১০/২০২৬ খ্রি.	বিকাল ০৫:৩০ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়।
০৩।	মনোনয়নপত্র বাছাই (প্রার্থীদের উপস্থিতিতে, যদি কেউ উপস্থিত থাকেন)	০৮/১০/২০২৬ খ্রি.	বিকাল ০৩:৩০ ঘটিকা হতে	সমিতির কার্যালয়।
০৪।	বৈধ এবং বাতিলকৃত প্রার্থীদের প্রাথমিক খসড়া তালিকা প্রকাশ	১১/১০/২০২৬ খ্রি.	বিকাল ০৫:৩০ টা	সমিতির নোটিশ বোর্ড
০৫।	বৈধ/বাতিলকৃত মনোনয়নপত্রের বিরুদ্ধে আপীল আবেদন গ্রহণ (২৯ বিধি মোতাবেক)	১২/১০/২০২৬ খ্রি. ১৩/১০/২০২৬ খ্রি.	অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত)	জেলা সমন্বয় কার্যালয়, ঢাকা। (সমন্বয় ভবন, ২য় তলা, আগারগাঁও, শেরে- বাংলা নগর, ঢাকা)।
০৬।	আপীলের সুনানী গ্রহণ ও রায় ঘোষণা	১৪/১০/২০২৬ খ্রি. ১৫/১০/২০২৬ খ্রি. ১৮/১০/২০২৬ খ্রি.	আপীলাত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময়	জেলা সমন্বয় কার্যালয়, ঢাকা। (সমন্বয় ভবন, ২য় তলা, আগারগাঁও, শেরে- বাংলা নগর, ঢাকা)।
০৭।	বৈধ/বাতিলকৃত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ	১৯/১০/২০২৬ খ্রি.	বিকাল ৫:৩০ টা	সমিতির নোটিশ বোর্ড
০৮।	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার (লিখিত আবেদনের মাধ্যমে)	২২/১০/২০২৬ খ্রি.	বিকাল ০৫:৩০ টা হতে সন্ধ্যা ০৭:০০ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়।
০৯।	প্রতিদ্বন্দ্বী বৈধ প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ	২৫/১০/২০২৬ খ্রি.	বিকাল ০৫:৩০ টা হতে	সমিতির নোটিশ বোর্ড
১০।	একক বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	২৭/১০/২০২৬ খ্রি.	বিকাল ০৫:৩০ টা হতে	সমিতির নোটিশ বোর্ড
১১।	প্রতিদ্বন্দ্বী বৈধ প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ	২৮/১০/২০২৬ খ্রি.	বিকাল ০৫:৩০ ঘটিকা হতে	সমিতির কার্যালয়। (সমিতির নোটিশ বোর্ড)
১২।	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে মতবিনিময়	০৩/১১/২০২৬ খ্রি.	সন্ধ্যা ০৭:০০ ঘটিকা হতে	সমিতির কার্যালয়।
১৩।	ভোট কেন্দ্র ও প্রস্তুতকৃত ভোট দান কক্ষ পর্যবেক্ষণ	০৫/১১/২০২৬ খ্রি.	বিকাল ০৫:৩০ টা হতে	চার্ট কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুণীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা- ১২১৫
১৪।	ভোট গ্রহণ	০৬/১১/২০২৬ খ্রি.	সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ০৪:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত	চার্ট কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুণীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা- ১২১৫
১৫।	ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ	০৬/১১/২০২৬ খ্রি.	ভোট গ্রহণের পর	চার্ট কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুণীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা- ১২১৫


শেখ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান
 সহকারী পরিদর্শক
 মেট্রোপলিটন থানা সমন্বয় কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
 ও
 সদস্য
 নির্বাচন কমিটি
 আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
 ☎ ০১৭২৪-১৪৫৬৭৮।


মুন্সী আফসুস কাইয়ুম
 পরিদর্শক
 জেলা সমন্বয় কার্যালয়, ঢাকা
 ও
 সদস্য
 নির্বাচন কমিটি
 আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
 ☎ ০১৭৩০-৯৩২৮৪০।


মুহাম্মদ হাসান রকি
 মেট্রোপলিটন থানা সমন্বয় অফিসার,
 তেজগাঁও ঢাকা
 ও
 সভাপতি
 নির্বাচন কমিটি
 আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
 ☎ ০১৮৮০-১৫০৪৩৬।

বিজ্ঞ/১৮৯/২৬

মহাদূতগণ আমাদের নিত্যদিনের পথচলার সাথী

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও

“এসো হে স্বর্গীয় দূত, স্বর্গ হতে এ ভুবনে
রক্ষা কর পাপ হতে, সঙ্গী হও মোর
সর্বক্ষণে।” (গীতাবলী ৪৩১)

স্বর্গদূতদের এই গান ছোটবেলায় গ্রামের মায়েদের সাথে রোজারিমালা প্রার্থনা যাকে ভাওয়ালের ভাষায় রেজার বলা হয় তখন শুনেছি। এরপর থেকেই আস্তে আস্তে কৌতূহল ও ভালোলাগা তৈরি হয়। যখন আমি অনেক ছোট তখন থেকেই মা-বাবার কাছে শুনেছি আমাদের প্রত্যেকেরই একজন করে রক্ষীদূত আছে যারা আমাদের প্রতিনিয়ত রক্ষা করেন। ছোটবেলায় ছোট চিন্তায় মনে করতাম তারা মনে হয় জাদু জানে, যাই হোক জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর নিজেকে নিয়ে যখন চিন্তা-ভাবনা করতে শিখেছি তখন খুঁজে পেলাম মণ্ডলীর স্বর্গদূতদের। আমরা প্রত্যেকেই স্বর্গদূতদের সম্পর্কে কম আর বেশি হলেও অবগত। তবে মহাদূতদের পর্ব উদ্‌যাপনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমার ক্ষুদ্র লেখনীশিল্পে তাদের কাজ-কর্মের ধারাবাহিক বর্ণনা খুঁজতে চেষ্টা করেছি যদিও তা অনেক জটিল। মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে ঈশ্বর নিজেকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেন-কখনো প্রকৃতির সৌন্দর্যে, কখনো মানুষের হৃদয়ে, আবার কখনো তাঁর স্বর্গীয় দূতদের মাধ্যমে। পুণ্যময়ী মাতা মণ্ডলীর বিশ্বাস অনুসারে, ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা পৃথিবীতে বাস্তবায়িত করার জন্য অসংখ্য দূত সৃষ্টি করেছেন, যাদের মধ্যে তিনজন মহাদূত-সাধু মিখায়েল, সাধু গাব্রিয়েল ও সাধু রাফায়েল-পবিত্র শাস্ত্রে নাম উল্লেখিত একমাত্র তিন দূত হিসেবে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের জীবন ও কর্ম আমাদের কাছে শুধু ঐতিহাসিক কাহিনি নয়, বরং প্রতিদিনের জীবনযাপনের জন্য এক একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিকভাবে, রোমান ক্যালেন্ডারে সাধু মিখায়েলের পর্ব বহু শতাব্দী ধরে ২৯ সেপ্টেম্বর পালিত হয়ে আসছিল, যাকে বলা হতো “মাইকেলমাস”। সাধু গাব্রিয়েল ও সাধু রাফায়েলের পর্ব পৃথকভাবে বছরের অন্য সময়ে পালিত হতো। কিন্তু দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পরবর্তী উপাসনা সংস্কারের অংশ হিসেবে, ১৯৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নতুন রোমান ক্যালেন্ডারে এই তিনটি পর্বকে একত্র করে ২৯ সেপ্টেম্বরে সাধারণ পর্ব হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এর পেছনে ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি ছিল এই যে, যেহেতু বাইবেলে নাম উল্লেখিত একমাত্র তিনজন দূতই এই তিনজন, তাই তাদের একসাথে সম্মান জানানো তাদের সম্মিলিত

ভূমিকা ও মর্যাদাকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এই পর্বদিনে মণ্ডলী আমাদের আহ্বান জানায় স্বর্গীয় জগতের বাস্তবতা স্মরণ করতে যে, আমরা একা নই, বরং অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতের সহায়তায় পরিবেষ্টিত। এই বিশ্বাস আধুনিক বস্তুবাদী যুগে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে অনেকেই কেবল দৃশ্যমান জগতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চান।

সাধু মিখায়েল; স্বর্গীয় সেনাপতি ও রক্ষাকর্তা: “মিখায়েল” নামটি হিব্রু ভাষার তিনটি থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ “কে ঈশ্বরের সমতুল্য?” এই নামটি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রশ্ন, কিন্তু এটি এমন এক প্রশ্ন যার উত্তর সবার জানা-কেউই ঈশ্বরের সমতুল্য নয়। এই নামের মধ্য দিয়েই মিখায়েলের চরিত্রের মূল সূর ধরা পড়ে: তিনি নিজের শক্তি নিয়ে গর্বিত নন, বরং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য ও বিনয়ের প্রতীক। পুরাতন নিয়মের প্রবক্তা দানিয়েলের গ্রন্থে মিখায়েল নামটি তিনবার উল্লেখিত হয়েছে। দশম অধ্যায়ে তাঁকে “প্রধান অধিপতিদের একজন” বলা হয়েছে, যিনি দানিয়েলের পক্ষে পারস্য রাজ্যের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক সংগ্রামে সহায়তা করেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে তাঁকে “মহান অধিপতি” বলা হয়েছে যিনি ইস্রায়েল জাতির লোকদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ান এবং শেষকালের মহাসংকটে তাদের রক্ষা করবেন। কিন্তু মিখায়েলের সবচেয়ে নাটকীয় ও সুপরিচিত ভূমিকা পাওয়া যায় প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে। এখানে বর্ণিত হয়েছে সেই মহাজাগতিক যুদ্ধের দৃশ্য, যেখানে মিখায়েল ও তাঁর দূতগণ সেই “মহা ড্রাগন”-যাকে পুরাতন সর্প, দিয়াবল বা শয়তান বলা হয়-তার এবং তার দূতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে শয়তান পরাজিত হয় এবং তাকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়। এই দৃশ্যটি খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়গুলোর একটি, রেনেসাঁ যুগের শিল্পী রাফায়েল সানৎসিও থেকে শুরু করে গুইদো রেনি পর্যন্ত অসংখ্য শিল্পী মিখায়েলকে বর্ম পরিহিত, তরবারি বা বর্শা হাতে, পদদলিত শয়তানের উপর বিজয়ী ভঙ্গিতে চিত্রিত করেছেন।

মণ্ডলীর ঐতিহ্যে মহাদূত মিখায়েলের চারটি প্রধান ভূমিকা কাথলিক ঐতিহ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাধু মিখায়েলের চারটি স্বতন্ত্র কিন্তু পরস্পর সম্পর্কিত ভূমিকা চিহ্নিত করেছে: প্রথমত, তিনি স্বর্গীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতি-যিনি মন্দের বিরুদ্ধে চিরন্তন লড়াইয়ে ঈশ্বরের বাহিনীকে নেতৃত্ব দেন।

এই ভূমিকায় তিনি শুধু অতীতের এক ঐতিহাসিক ঘটনার নায়ক নন, বরং আজও প্রতিটি বিশ্বাসীর আত্মিক জীবনে যে লড়াই চলে-প্রলোভন, পাপ ও মন্দের বিরুদ্ধে-তাতে তিনি সহায়তাকারী হিসেবে বিবেচিত হন। দ্বিতীয়ত, তিনি মৃত্যুর সময় আত্মার রক্ষক। ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বাস করা হয় যে মৃত্যুর মুহূর্তে মিখায়েল বিশ্বস্ত আত্মাদের শয়তানের চূড়ান্ত আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত করেন। এই কারণেই মৃত্যুশয্যা থাকা রোগীদের জন্য সাধু মিখায়েলের কাছে প্রার্থনা করার প্রথা মণ্ডলীতে বহুকাল ধরে প্রচলিত। তৃতীয়ত, তিনি ন্যায়বিচারের প্রতীক-মধ্যযুগীয় শিল্পকলায় প্রায়শই তাঁকে হাতে দাঁড়িপাল্লা ধরে থাকতে দেখা যায়, যেখানে তিনি বিচারদিনে মানুষের কর্মের ওজন পরিমাপ করছেন। এটি প্রতীকীভাবে বোঝায় যে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। চতুর্থত, তিনি সামগ্রিকভাবে মণ্ডলী ও বিশ্বাসী জনগণের রক্ষক। পোপ ত্রয়োদশ লিও ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে এক দর্শনে (যদিও এই ঘটনার ঐতিহাসিকতা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে ভিন্নমত আছে) গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন মণ্ডলীর ভবিষ্যতের প্রতি আসন্ন আক্রমণের আশঙ্কায়, এবং এরপর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিখ্যাত “সাধু মিখায়েলের প্রার্থনা” রচনা করেন। এই প্রার্থনাটি এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিটি খ্রিস্টযাগের (Low Mass) শেষে এটি পাঠ করার রীতি চালু ছিল। যদিও দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পর এই বাধ্যতামূলক প্রথা প্রত্যাহার করা হয়, পরবর্তীতে পোপ ফ্রান্সিসসহ অনেক পোপ পুনরায় এই প্রার্থনা নিয়মিত পাঠের আহ্বান জানিয়েছেন। সাধু মিখায়েলকে সৈনিক, পুলিশ, অগ্নিনির্বাপক কর্মী, চিকিৎসাকর্মী এবং সাধারণভাবে সব ধরনের বিপদের সম্মুখীন পেশাজীবীদের পৃষ্ঠপোষক সাধু হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ তারাও প্রতিদিন মানুষকে রক্ষা করার কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন।

আমরা যে ভাবে সাধু মিখায়েলকে অনুসরণ করতে পারি

সাধু মিখায়েলের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে তাঁকে অনুসরণ করতে পারি।

❖ প্রথমত, আত্মিক লড়াইয়ে সচেতন ও প্রস্তুত থাকা। মিখায়েল যেমন মন্দের বিরুদ্ধে নীরবে বসে থাকেননি বরং সক্রিয়ভাবে লড়াই

করেছেন, তেমনি আমাদেরও প্রতিদিনের জীবনে যে ছোট-বড় প্রলোভন, অসততা, রাগ, ঈর্ষা বা অহংকারের সম্মুখীন হতে হয়, তার বিরুদ্ধে সচেতনভাবে দাঁড়াতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে আমরা প্রতিদিন বড় কোনো যুদ্ধ করব, বরং ছোট ছোট সিদ্ধান্তে, যেমন মিথ্যা না বলা, অন্যায় সুযোগ প্রত্যাখ্যান করা, বা প্রতিহিংসার বদলে ক্ষমাকে বেছে নেওয়া-আমরা এই আত্মিক সাহস প্রদর্শন করতে পারি।

❖ দ্বিতীয়ত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো। মিখায়েল ইসরায়েল জাতির পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন যখন তারা নিপীড়িত ছিল। আমরাও যখন দেখি কেউ অন্যায়ভাবে নিপীড়িত হচ্ছে, দুর্বলকে শোষণ করা হচ্ছে, তখন নীরব দর্শক না থেকে সাহসের সাথে ন্যায়ের পক্ষে কণ্ঠস্বর তুলতে পারি। এটি হতে পারে পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে, সমাজে-যেখানেই অন্যায় দেখি সেখানেই।

❖ তৃতীয়ত, সাধু মিখায়েলের প্রার্থনা নিয়মিত পাঠ করা। পোপ ত্রয়োদশ লিও'র রচিত এই প্রার্থনাটি আমাদের আত্মিক সুরক্ষার জন্য এক শক্তিশালী মাধ্যম। প্রতিদিন সকালে বা সন্ধ্যায় এই প্রার্থনা পাঠের মাধ্যমে আমরা নিজেদের ঈশ্বরের সুরক্ষার অধীনে সমর্পণ করতে পারি এবং দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার শক্তি লাভ করতে পারি।

❖ চতুর্থত, অন্যদের রক্ষা ও সেবায় নিয়োজিত হওয়া। যারা পুলিশ, সেনাবাহিনী, অগ্নিনির্বাপক বাহিনী বা চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে মিখায়েলের রক্ষাকারী ভূমিকা অনুসরণ করেন। কিন্তু সাধারণ জীবনেও আমরা পরিবারের দুর্বল সদস্য, প্রতিবেশী বা সমাজের প্রান্তিক মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে এই একই চেতনা ধারণ করতে পারি।

❖ পঞ্চমত, নশ্তার সাথে শক্তি প্রয়োগ করা। মিখায়েলের নামের অর্থই হলো বিনয়-“কে ঈশ্বরের সমতুল্য?” তাই আমরা যখনই কোনো শক্তি বা ক্ষমতা প্রয়োগ করি, তা যেন অহংকার থেকে না হয়ে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ও ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা থেকে উৎসাহিত হয়, এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি।

মহাদূত গাব্রিয়েল: ঈশ্বরের বার্তাবাহক: “গাব্রিয়েল” নামের অর্থ “ঈশ্বরের শক্তি” বা “ঈশ্বর হলেন আমার শক্তি”। এই নামটি নির্দেশ করে যে গাব্রিয়েল যে বার্তা বহন করেন তা কোনো সাধারণ কথা নয়, বরং ঈশ্বরের নিজস্ব শক্তি ও ইচ্ছার প্রকাশ। দানিয়েল গ্রন্থে গাব্রিয়েল দুইবার আবির্ভূত হন। অষ্টম অধ্যায়ে তিনি দানিয়েলকে মেস ও ছাগলের দর্শনের অর্থ ব্যাখ্যা করেন, আর নবম অধ্যায়ে তিনি সত্তার সত্তাহের বিখ্যাত

ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আসেন, যা মশীহের আগমনের সময়কাল নির্দেশ করে বলে খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু গাব্রিয়েলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় ভূমিকা পাওয়া যায় লুক-লিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে, যেখানে দুটি অসাধারণ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে তিনি জেরুজালেমের মন্দিরে পুরোহিত জাখারিয়াকে দর্শন দেন এবং জানান যে তাঁর বৃদ্ধ ও নিঃসন্তান স্ত্রী এলিজাবেথ একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেবেন, যিনি পরবর্তীতে জন বাপ্টিস্ট নামে পরিচিত হবেন এবং মশীহের পথ প্রস্তুত করবেন। জাখারিয়া যখন এই সংবাদে অবিশ্বাস প্রকাশ করেন, গাব্রিয়েল তাকে বলেন, “আমি গাব্রিয়েল, যে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি”—এই উক্তিটি তাঁর স্বর্গীয় মর্যাদা ও কর্তৃত্বের এক শক্তিশালী প্রকাশ। এর ছয় মাস পরে গাব্রিয়েল নাজারেথ গ্রামে যান, যেখানে তিনি কুমারী মারিয়ার কাছে আবির্ভূত হয়ে সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন—“তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ... তুমি গর্ভবতী হবে এবং একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেবে, তাঁর নাম রাখবে যিশু।” এই মুহূর্তটিকে খ্রিস্টধর্মে “ঘোষণা” বা Annunciation বলা হয়, এবং এটি খ্রিস্টধর্মের কেন্দ্রীয় বিশ্বাস-ঈশ্বরের পুত্রের মানবদেহ ধারণ (Incarnation) —এর সূচনাবিন্দু। মারিয়ার সেই বিন্দু উত্তর, “দেখো, আমি প্রভুর দাসী; তোমার বাক্য অনুসারে আমার প্রতি ঘটুক” (যা লাতিন ভাষায় পরিচিত “Fiat” নামে), মানব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

মণ্ডলীর ভক্তিমূলক জীবনে মহাদূত গাব্রিয়েলের প্রভাব

মহাদূত গাব্রিয়েলের এই ভূমিকার কারণেই মণ্ডলীর দৈনন্দিন প্রার্থনা জীবনে তাঁর একটি বিশেষ স্থান তৈরি হয়েছে। দূতসংবাদ প্রার্থনা-যা ঐতিহ্যগতভাবে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় তিনবার করা হয়-সরাসরি গাব্রিয়েলের ঘোষণার ঘটনাকে স্মরণ করে শুরু হয়: “প্রভুর দূত মারিয়াকে সংবাদ দিলেন” এই প্রার্থনার মাধ্যমে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসী দেহধারণের রহস্য নতুন করে স্মরণ করেন। এছাড়া “জপমালা” (Rosary) প্রার্থনার আনন্দময় রহস্যগুলোর প্রথমটিই হলো “ঘোষণা”, যেখানে বিশ্বাসীরা মারিয়ার প্রতি গাব্রিয়েলের বার্তা ও তাঁর বিন্দু সম্মতির ধ্যান করেন। গাব্রিয়েলকে মণ্ডলীতে সাংবাদিক, লেখক, ডাকবিভাগের কর্মী, বেতার ও দূরসংযোগ কর্মী, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং কূটনীতিকদের পৃষ্ঠপোষক সাধু হিসেবে গণ্য করা হয়-কারণ তাঁরা সবাই এক অর্থে তথ্য বা বার্তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত।

আমরা যেভাবে সাধু গাব্রিয়েলকে অনুসরণ

করতে পারি: সাধু গাব্রিয়েলের জীবন থেকে আমরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিয়ে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারি।

❖ প্রথমত, সত্য ও ভালো বার্তা বহন করা। গাব্রিয়েল সবসময় আশা ও আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছেন-সন্তানের জন্ম, পরিব্রাজকের সূচনা। আমরাও আমাদের কথাবার্তায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বা দৈনন্দিন কথোপকথনে সত্য, উৎসাহব্যাঞ্জক ও গঠনমূলক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি, বিভ্রান্তিকর তথ্য বা নেতিবাচক কথার পরিবর্তে।

❖ দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের বাণী নশ্চিভে গ্রহণ করা। মারীয়া যেভাবে গাব্রিয়েলের অপপ্রত্যাশিত ও কঠিন বার্তা বিন্দুতার সাথে গ্রহণ করেছিলেন, বলেছিলেন ‘তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক’, আমরাও জীবনে যখন অপপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, তখন আতঙ্কিত বা বিদ্রোহী না হয়ে বিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নিজেদের সমর্পণ করে শিখতে পারি।

❖ তৃতীয়ত, প্রার্থনার মাধ্যমে দেহধারণের রহস্য স্মরণ করা। প্রতিদিন “অ্যাঞ্জেলুস” প্রার্থনা পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাসকে জীবন্ত রাখতে সাহায্য করে এবং দৈনন্দিন ব্যস্ততার মধ্যেও ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ফিরে আসার একটি সুযোগ তৈরি করে।

❖ চতুর্থত, যোগাযোগ ও তথ্যের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হওয়া। যারা সাংবাদিকতা, লেখালেখি বা গণমাধ্যমে কাজ করেন, তাঁরা বিশেষভাবে গাব্রিয়েলের এই দায়িত্ববোধ থেকে শিক্ষা নিতে পারেন-সত্য যাচাই করে প্রকাশ করা, মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকা।

❖ পঞ্চমত, সাহসের সাথে ঈশ্বরের কাজে সাড়া দেওয়া। মারীয়া ভীত হয়েও গাব্রিয়েলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। আমরাও যখন জীবনে কোনো ভালো কাজের ডাক অনুভব করি-তা সেবামূলক কাজ হোক, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব হোক, বা কোনো ত্যাগ স্বীকার হোক-তখন ভয়কে জয় করে সেই ডাকে সাড়া দেওয়ার সাহস অর্জন করতে পারি।

মহাদূত রাফায়েল: আরোগ্য ও সহাত্মার প্রতীক

“রাফায়েল” নামের অর্থ “ঈশ্বর আরোগ্য করেন” বা “ঈশ্বরের নিরাময়”। এই তিন মহাদূতের মধ্যে রাফায়েলের কাহিনি সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে পুরাতন নিয়মে তোবিতের গ্রন্থে, যা একটি সম্পূর্ণ কাহিনি হিসেবে রচিত। এই কাহিনি শুরু হয় দুটি পরিবারের দুঃখজনক পরিস্থিতি বর্ণনার মাধ্যমে। নীনেভিতে বসবাসকারী ধার্মিক

ইসরায়েলীয় তোবিথ এক দুর্ঘটনায় অন্ধ হয়ে যান। অন্যদিকে, দূরবর্তী শহর একবাটানায় বসবাসকারী সারা নামক এক তরুণী এক মন্দ আত্মা আসমোদাসের দ্বারা আক্রান্ত, যে তার প্রতিটি বিবাহের রাতে তার নতুন স্বামীকে হত্যা করে। এভাবে সাতজন স্বামী মারা গেছেন। উভয়েই হতাশায় ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর তাদের এই প্রার্থনা শোনে এবং রাফায়েলকে পাঠান তাদের সাহায্যের জন্য। রাফায়েল মানবরূপ ধারণ করেন এবং নিজেকে “আজারিয়াস” নামে পরিচয় দিয়ে তোবিথের পুত্র তরুণ তোবিয়াসের সঙ্গী হন, যখন তোবিয়াস দূরবর্তী শহর থেকে তার পিতার পাওনা অর্থ সংগ্রহ করতে যাত্রা করে। এই যাত্রাপথে রাফায়েল তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন। প্রথমত, তিনি টাইগ্রিস নদীর তীরে তোবিয়াসকে একটি বিশাল মাছ ধরতে সাহায্য করেন এবং তার হৃদপিণ্ড, যকৃৎ ও পিত্ত সংরক্ষণ করতে বলেন, জানিয়ে দেন যে এগুলো ভবিষ্যতে ওষুধ হিসেবে কাজে আসবে। দ্বিতীয়ত, তিনি তোবিয়াসকে একবাটানায় নিয়ে যান, যেখানে তিনি সারার সাথে তার বিবাহের ব্যবস্থা করেন এবং মাছের হৃদপিণ্ড ও যকৃৎ পুড়িয়ে সেই মন্দ আত্মাকে তাড়িয়ে দেন, যা মিসরের এক দূরবর্তী অংশে পালিয়ে যায় এবং সেখানে বন্দী হয়। তৃতীয়ত, তিনি তোবিয়াসকে শিখিয়ে দেন কীভাবে মাছের পিত্ত ব্যবহার করে তার পিতা তোবিথের অন্ধত্ব দূর করা যায়—এবং সত্যিই, যখন তোবিয়াস বাড়ি ফেরেন এবং পিতার চোখে সেই পিত্ত প্রয়োগ করেন, তখন তোবিথের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। কাহিনির শেষে, যখন তোবিথ ও তোবিয়াস তাদের সহযাত্রীকে পুরস্কৃত করতে চান, তখন রাফায়েল তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেন: “আমি রাফায়েল, সাতজন স্বর্গ দূতের একজন, যারা প্রভুর মহিমার সামনে দণ্ডায়মান থাকি এবং তাঁর সেবায় রত থাকি।” এই কথা বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান, আর তোবিথ ও তোবিয়াস বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বরের প্রশংসা গীত গান।

মণ্ডলীতে সাধু রাফায়েলের ভূমিকা ও ভক্তি

এই গল্পের গভীর প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। মহাদূত রাফায়েল দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের সাহায্য প্রায়ই সরাসরি অলৌকিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে না এসে বরং একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর মাধ্যমে, দৈনন্দিন যাত্রাপথে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। তিনি তোবিয়াসের পাশে হেঁটেছেন, তাকে পরামর্শ দিয়েছেন, বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। এই সবকিছুই এক নীরব, বিন্দু সহচরের মতো, কোনো জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনী ছাড়াই। এই কারণে মণ্ডলীতে মহাদূত রাফায়েলকে চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট, দৃষ্টিহীন ব্যক্তি, ভ্রমণকারী এবং বিশেষভাবে বিবাহপ্রার্থী তরুণ-তরুণীদের পৃষ্ঠপোষক সাধু হিসেবে সম্মান জানানো হয়। বহু কাথলিক পরিবার আজও কোনো দূরযাত্রার আগে বা কোনো অসুস্থতার সময় “সাধু রাফায়েলের প্রার্থনা” পাঠ করেন, নিরাপদ যাত্রা ও আরোগ্যের জন্য মিনতি জানিয়ে।

আমরা যেভাবে সাধু রাফায়েলকে অনুসরণ করতে পারি

সাধু রাফায়েলের জীবন থেকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি এবং ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগ করতে পারি।

✧ প্রথমত, অন্যের যাত্রাপথে বিশ্বস্ত সঙ্গী হওয়া। রাফায়েল যেমন তোবিয়াসের কঠিন যাত্রায় সঙ্গী হয়েছিলেন, আমরাও পরিবারের সদস্য, বন্ধু বা প্রতিবেশীর কঠিন সময়ে-অসুস্থতা, দুঃখ, বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মুহূর্তে—তাদের পাশে থেকে সহায়তা করতে পারি, এমনকি যদি তা কোনো বড় অলৌকিক সাহায্য না হয়ে শুধু উপস্থিতি ও সঙ্গ প্রদানও হয়।

✧ দ্বিতীয়ত, আরোগ্যদানকারী সেবায় নিয়োজিত হওয়া। যারা চিকিৎসক, নার্স বা স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, তাঁরা সরাসরি রাফায়েলের এই ভূমিকা অনুসরণ করেন। কিন্তু আমরা সবাই আমাদের চারপাশের মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করতে পারি—সহানুভূতিশীল কথা বলে, সময় দিয়ে, বা প্রয়োজনে বাস্তব সহায়তা প্রদান করে।

✧ তৃতীয়ত, প্রতিকূলতার মধ্যেও ধৈর্য ও বিশ্বাস বজায় রাখা। তোবিথ ও সারা উভয়েই দীর্ঘদিন কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাননি। আমরাও যখন জীবনে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা বা কষ্টের সম্মুখীন হই, তখন হতাশায় নিমজ্জিত না হয়ে ধৈর্যের সাথে প্রার্থনা চালিয়ে যাওয়ার শিক্ষা নিতে পারি এই কাহিনি থেকে।

✧ চতুর্থত, নিরাপদ যাত্রার জন্য প্রার্থনা করা ও করানো। ভ্রমণে বের হওয়ার আগে সাধু রাফায়েলের প্রার্থনা পাঠের অভ্যাস আমাদের ঈশ্বরের সুরক্ষার প্রতি নির্ভরতা বাড়ায় এবং যাত্রাপথে মানসিক শান্তি প্রদান করে।

✧ পঞ্চমত, বিন্দু সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রকাশ করা। রাফায়েল সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে থেকে মহৎ কাজ করেছেন, কোনো স্বীকৃতির প্রত্যাশা ছাড়াই। আমরাও যখন নীরবে, প্রচারবিহীনভাবে অন্যের সেবা করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা রাফায়েলের এই বিন্দু সেবার চেতনাকেই ধারণ করি।

মহাদূত মিখায়েল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল—এই তিনজন মহাদূত কাথলিক বিশ্বাসে কেবল অতীতের ঐতিহাসিক চরিত্র নন, বরং আজও জীবন্ত, সক্রিয় আধ্যাত্মিক বাস্তবতা। তাঁদের প্রত্যেকের জীবন আমাদের শেখায় এক একটি মূল্যবান জীবনপাঠ। মিখায়েল শেখান সাহস ও ন্যায়ের প্রতি দৃঢ়তা, গাব্রিয়েল শেখান নম্রতা ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, আর রাফায়েল শেখান করুণা ও সেবার মাধ্যমে অন্যের পাশে দাঁড়ানো। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে, সমাজে—এই তিনটি গুণের সমন্বয় ঘটাতে পারলে আমরা প্রকৃত অর্থে এই মহাদূতদের অনুসারী হয়ে উঠতে পারি। তাঁরা আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, আমরা এই

জীবনযাত্রা একা নই। ঈশ্বরের ভালোবাসা তাঁর দূতদের মাধ্যমে সর্বদা আমাদের সঙ্গী, সুরক্ষাদাতা, পথপ্রদর্শক ও আরোগ্যদাতা হিসেবে বিদ্যমান। এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা যদি প্রতিদিনের জীবনযাপন করি, তবে নিঃসন্দেহে আমাদের জীবন এই মহাদূতদের আলোয় আরও সমৃদ্ধ, সাহসী ও করুণাময় হয়ে উঠবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

✧ জুবিলী বাইবেল: দানিয়েলের গ্রন্থ (১০:১৩-২১)

✧ মঙ্গলবার্তা বাইবেল: লুক ১:১১-২০

✧ রোমান ক্যালেন্ডার

✧ Roman Missal

✧ গীতাবলী গানের বই

✧ Pope Leo's prayer

(৭নং পৃষ্ঠার বাকী অংশ)

প্রকাশিত বাক্য ১২:৭, “পরে স্বর্গে যুদ্ধ হইল; মিখায়েল ও তাঁহার দূতেরা নাগটার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,

প্রকাশিত বাক্য ৫:১১, “---সেই সিংহাসনের, সেই প্রাণীগণের ও সেই প্রাচীনবর্গের চারিদিকে অনেক দূতের রব শুনলাম।”

আমাদের প্রিয় রক্ষকদূত

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে একটি সুন্দর উপহার দিয়েছেন - আমাদের সঙ্গে থাকার জন্যে দিয়েছেন একজন প্রিয় রক্ষকদূত, যিনি আমাদেরকে ঈশ্বরের পথে চলতে সাহায্য করেন, সত্যের পথ দেখান, সর্বদা স্বর্গের পথে আমাদেরকে পরিচালিত করেন। আসুন আমরা প্রতিদিন এই স্বর্গদূতকে স্মরণ করি, তাকে ভালোবাসি, তার কথা শ্রবণ করি এবং তার নির্দেশ পালন করে ঈশ্বরের পথে, তথা স্বর্গের পথে চালিত হই। আসুন, প্রতিদিন ভক্তি ভরে আমাদের রক্ষকদূতের নিকট এই সুন্দর প্রার্থনাটি করি।

হে ঈশ্বরের দূত, তুমি আমার রক্ষক। ঐশ্বরিক করুণায় আমি তোমার হস্তে সমর্পিত হয়েছি। তুমি আমার অন্ধকার দীপ্তিময় কর, আমাকে পাপ হতে রক্ষা কর, আমাকে চালাও ও শাসন কর। আমেন।

গ্রন্থ সহায়ক:

১. Angel in Catholicism, p. 255-256

২. Angels in The New Dictionary of Catholic Spirituality, The Liturgical Press, Collegeville,

Minnesota, 1993, p.38

৩. Angels in The New Dictionary of Catholic Spirituality, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 1993, p.40

৮ ভক্তি পুষ্প, পৃ: ২৮

দয়া, সেবা ও খ্রিস্টীয় ভালোবাসার আলোকবর্তিকা- সাধু ভিনসেন্ট ডি পল

চয়ন ষ্টিফেন রোজারিও

“দরিদ্রদের ভালোবাসো এবং তাদের সম্মান
করো, যেন তোমরা স্বয়ং খ্রিস্টকেই সম্মান
করেছো”-সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল

দয়া ও সেবায় খ্রিস্টের মুখদর্শন:

কাথলিক বিশ্বাসের অন্যতম প্রধান শিক্ষা হলো, ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং অসহায়, দরিদ্র ও দুঃখী মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। যিশু খ্রিস্ট বলেছেন, “তোমরা আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনের জন্য যা করেছো, তা আমারই জন্য করেছো (মথি ২৫:৪০)। এই বাণীকে নিজের জীবন, সাধনা ও সেবাকর্মের মাধ্যমে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল। তিনি ছিলেন দরিদ্রদের বন্ধু, অসহায় মানুষের আশ্রয়দাতা, যাজকীয় সেবার সংস্কারক এবং দয়ার সুসংগঠিত কার্যক্রমের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর জীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় খ্রিস্টীয় দয়া কেবল আবেগ বা সহানুভূতির বিষয় নয়; এটি বিশ্বাস, ত্যাগ, ন্যায্যবোধ ও কার্যকর সেবার আহ্বান। প্রতি বছর ২৭ সেপ্টেম্বর কাথলিক মণ্ডলী সাধু ভিনসেন্ট ডি পল-এর পর্ব স্মরণ করে; এই দিনটি তাঁর পবিত্র জীবন, দরিদ্রপ্রেম ও মানবসেবার আদর্শ অনুসরণে নতুন করে অঙ্গীকার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। একই সঙ্গে এটি সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল সোসাইটির (SSVP) সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য তাঁদের সেবার উদ্দেশ্য, আধ্যাত্মিকতা ও দায়িত্ব পুনর্বিবেচনার সময়।

জন্ম, শৈশব ও দয়ার সেবায় আত্মনিয়োগ

সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল ২৪ এপ্রিল ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের পুঁই গ্রামে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি গ্রামীণ জীবনের সরলতা, পরিশ্রম ও মানুষের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি যাজকীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে। দরিদ্র ও অসুস্থ মানুষের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে তিনি উপলব্ধি করেন যে, মানুষের সেবা আরও সুসংগঠিতভাবে করা প্রয়োজন। সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি দয়ার সংঘ ও সেবামূলক উদ্যোগ গড়ে তুলতে শুরু করেন। সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল বিশ্বাস করতেন, দরিদ্র

মানুষের মধ্যে খ্রিস্টের উপস্থিতি রয়েছে। তাই দরিদ্রকে সাহায্য করা মানে কেবল দান করা নয়; বরং তাঁর মর্যাদা স্বীকার করা, তাঁর কথা শোনা এবং তাঁর পাশে দাঁড়ানো। তিনি অসুস্থ, অনাথ, ক্ষুধার্ত, বন্দি, যুদ্ধপীড়িত ও সমাজের প্রান্তিক মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কনগ্রেগেশন অব দ্য মিশন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে সাধ্বী লুইস দ্য মারিয়াকে সঙ্গে তিনি ডটার্স অব চ্যারিটি প্রতিষ্ঠা করেন। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে দরিদ্রসেবা, ধর্মীয় শিক্ষা, অসুস্থদের পরিচর্যা ও মানবিক সহায়তার একটি সুদূরপ্রসারী ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। তাঁর সেবার মূলনীতি ছিল প্রার্থনা ও কর্ম, বিশ্বাস ও দয়া, আত্মিক উন্নতি ও মানুষের কল্যাণ একে অপরের পরিপূরক। তাঁর মৃত্যু ২৭ সেপ্টেম্বর ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ক্লেমেন্ট দ্বাদশ তাঁকে সাধু হিসেবে ঘোষণা করেন। আজও তাঁর জীবন বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টীয় দয়া ও সেবার অনুপ্রেরণার উৎস।

সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল সোসাইটি, আন্তর্জাতিক পরিচয় ও বাংলাদেশে যাত্রা

সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল সোসাইটি সংক্ষেপে (SSVP) একটি আন্তর্জাতিক কাথলিক লে-সংগঠন, যার প্রধান লক্ষ্য হলো দরিদ্র, অসহায় ও প্রান্তিক মানুষের সেবা করা এবং সদস্যদের খ্রিস্টীয় জীবন ও পবিত্রতায় অগ্রসর হতে সহায়তা করা। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেডেরিক ওজানাম এবং তাঁর কয়েকজন যুবক প্যারিসে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল এর দয়া, বিনয় ও দরিদ্রপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। সোসাইটির সদস্যরা সাধারণত স্থানীয় প্যারিস ও সমাজের মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়ান।

বর্তমানে SSVP আন্তর্জাতিকভাবে বহু দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের তথ্য অনুযায়ী, সোসাইটির কার্যক্রম পাঁচটি মহাদেশের ১৫৫টি দেশে বিস্তৃত। এর রয়েছে ১৮,০০০-এর বেশি সামাজিক প্রকল্প এবং ৫,০০০-এর বেশি বিশেষ সেবামূলক উদ্যোগ। এই বিশাল নেটওয়ার্ক প্রমাণ করে যে, খ্রিস্টীয় দয়া কোনো নির্দিষ্ট

দেশ, ভাষা বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ।

বাংলাদেশে SSVP এর আন্দোলন

বাংলাদেশে সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল সোসাইটির কার্যক্রম কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক ও মানবিক সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিভিন্ন ধর্মপন্থী ও স্থানীয় খ্রিস্টান সমাজের সদস্যরা দরিদ্র পরিবার, অসুস্থ ব্যক্তি, প্রবীণ, অনাথ, শিক্ষার্থী এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় SSVP-এর সেবা হতে পারে-

দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের জন্য খাদ্য, পোশাক ও জরুরি সহায়তা প্রদান।

অসুস্থ ও প্রবীণ মানুষের পরিচর্যা ও চিকিৎসা সহায়তা।

দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষাবৃত্তিতে সহায়তা।

দুর্যোগ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

পরিবারভিত্তিক সহায়তা, মানবিক মর্যাদা রক্ষা ও আত্মনির্ভরতার সুযোগ সৃষ্টি।

ধর্মপন্থীর সদস্যদের মধ্যে প্রার্থনা, ভ্রাতৃত্ব, দয়া ও সেবার চেতনা জাহ্নত করা।

বাংলাদেশে SSVP-এর জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম, সাংগঠনিক কাঠামো, সদস্যসংখ্যা ও সাম্প্রতিক উদ্যোগ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সরকারি বা জাতীয় কাউন্সিলের প্রকাশিত তথ্য এই নিবন্ধে সংযোজন করা প্রয়োজন। কারণ সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সংগঠনের ইতিহাস ও অবদান তুলে ধরা পাঠকের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হবে।

বাংলাদেশের SSVP ন্যাশনাল এর বর্তমান সংকট, আত্মসমালোচনা ও নবজাগরণের আহ্বান

প্রতিটি মানবিক ও ধর্মীয় সংগঠনের মতো SSVP ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বাংলাদেশে সোসাইটির বর্তমান সংকট সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য ও জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন ছাড়া কোনো অভিযোগ বা সাংগঠনিক ব্যর্থতার দাবি করা সমীচীন নয়। তবে সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল এর আদর্শের

আলোকে কয়েকটি সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে আত্মসমালোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ: অনেক সময় ধর্মীয় সংগঠনের সদস্যরা নিয়মিত সভা, প্রার্থনা ও মাঠপর্যায়ের সেবায় পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। ফলে সেবার ধারাবাহিকতা দুর্বল হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, তরুণ প্রজন্মের সম্পৃক্ততা: তরুণদের সৃজনশীলতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও উদ্যমকে SSVP-এর সেবাকর্মে আরও কার্যকরভাবে যুক্ত করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি: দান, অনুদান ও সেবার অর্থ যথাযথভাবে পরিচালনা, নথিভুক্তকরণ এবং সদস্যদের কাছে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করা সংগঠনের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

চতুর্থত, সেবার মান ও পরিকল্পনা: কেবল তাৎক্ষণিক দান নয়; দরিদ্র পরিবারের প্রকৃত চাহিদা, জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মর্যাদা বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদি সেবাপরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পঞ্চমত, ধর্মপন্থী ও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সহযোগিতা: ধর্মপন্থী, অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধি করলে সেবার পরিধি আরও বিস্তৃত হতে পারে।

এসব বিষয়কে অভিযোগ হিসেবে নয়, বরং আত্মশুদ্ধি, সংস্কার ও নবায়নের সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত। সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল আমাদের শিক্ষা দেন দরিদ্রের সেবা করতে হলে প্রথমে নিজেদের হৃদয়কে বিনয়, সততা, শৃঙ্খলা ও ভালোবাসায় গড়ে তুলতে হবে।

SSVP-এর সেবাকর্ম ও জনকল্যাণ

আজকের বিশ্বে দারিদ্র্য কেবল খাদ্য বা অর্থের অভাব নয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বেকারত্ব, অসুস্থতা, শিক্ষার সুযোগের অভাব, সামাজিক বৈষম্য, জলবায়ুজনিত দুর্যোগ, বাস্তবচ্যুতি, একাকিত্ব এবং মানবিক মর্যাদার সংকট। বাংলাদেশের মতো দেশে এসব সমস্যা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। এই বাস্তবতায় SSVP-এর সেবাকর্মে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যেতে পারে।

ক. তাৎক্ষণিক মানবিক সহায়তা: ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য খাদ্য, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য চিকিৎসা, শীতাত্তর মানুষের জন্য পোশাক এবং দুর্যোগপীড়িত পরিবারের জন্য জরুরি সহায়তা প্রদান খ্রিস্টীয় দয়ার প্রত্যক্ষ প্রকাশ। তবে সহায়তা প্রদানের সময় উপকারভোগীর সম্মান, গোপনীয়তা ও স্বাধীন সিদ্ধান্তকে সম্মান করা

অপরিহার্য।

খ. দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতা: দরিদ্র মানুষকে শুধু সহায়তার ওপর নির্ভরশীল না রেখে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, জীবিকা, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও স্বয়ংসহায়ার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এতে পরিবারগুলো ধীরে ধীরে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। এ ধরনের কাজ সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল-এর মানুষের মর্যাদা রক্ষার চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গ. সামাজিক ন্যায়, পরিবেশ ও অন্তর্ভুক্তি: SSVP-এর কার্যক্রমে নারী, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বাস্তবচ্যুত মানুষ ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ থাকা উচিত। জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোও আজকের খ্রিস্টীয় সেবার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। একই সঙ্গে SSVP-এর পরিচয় একটি স্বতন্ত্র কাথলিক লে-সংগঠন হিসেবে বজায় রেখে স্থানীয় সরকার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য মানবিক সংগঠনের সঙ্গে নৈতিক ও স্বচ্ছ সহযোগিতা গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে সেবার পরিধি বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু সংগঠনের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ও পরিচয় অক্ষুণ্ণ থাকবে।

SSVP স্বেচ্ছাসেবকদের আধ্যাত্মিক জীবন ও অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা

SSVP-এর স্বেচ্ছাসেবক হওয়া কেবল সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া নয়; এটি খ্রিস্টের ভালোবাসায় অংশগ্রহণের একটি আহ্বান। একজন স্বেচ্ছাসেবক যখন ক্ষুধার্ত মানুষের হাতে খাদ্য তুলে দেন, অসুস্থ মানুষের কথা শোনেন, নিঃসঙ্গ প্রবীণের পাশে বসেন কিংবা দুঃখী পরিবারের চোখের জল মুছে দেন, তখন তিনি খ্রিস্টের সেবায় অংশ নেন।

যিশু খ্রিস্ট বলেছেন, “আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে পান করতে দিয়েছিলে” (মথি ২৫:৩৫)। এই বাণী SSVP-এর প্রতিটি সদস্যের জন্য একটি জীবন্ত আধ্যাত্মিক নির্দেশনা। সেবার প্রকৃত শক্তি আসে প্রার্থনা, পবিত্রতা, বিনয়, আত্মত্যাগ, সহমর্মিতা ও ঈশ্বরের ওপর গভীর আস্থা থেকে।

স্বেচ্ছাসেবকদের আধ্যাত্মিক জীবনের কয়েকটি ভিত্তি

প্রার্থনা: প্রতিদিন ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করা।

দরিদ্রের মধ্যে খ্রিস্টকে দেখা: সেবাপ্রার্থী মানুষকে করুণার বস্তু হিসেবে নয়, বরং ঈশ্বরের সৃষ্ট মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করা।

বিনয় ও আত্মশুদ্ধি: সেবার মাধ্যমে প্রশংসা, ক্ষমতা বা ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনের পরিবর্তে ঈশ্বরের মহিমা ও মানুষের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

ভ্রাতৃত্ব ও ক্ষমা: সহকর্মী স্বেচ্ছাসেবক, প্যারিশের সদস্য ও সেবাপ্রার্থীদের সঙ্গে ভালোবাসা, ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার সম্পর্ক গড়ে তোলা।

সততা ও জবাবদিহি: দান, অর্থ, সম্পদ ও সেবার দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করা।

কাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী, অনন্ত জীবন ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও খ্রিস্টের সঙ্গে ঐক্যের দান। SSVP এর স্বেচ্ছাসেবকদের সেবাকর্ম কোনো যান্ত্রিক উপায়ে স্বর্গলাভ নিশ্চিত করে না; বরং বিশ্বাস, আশা, ভালোবাসা, ঈশ্বরের কৃপা এবং খ্রিস্টের শিক্ষানুযায়ী জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তারা পবিত্রতার পথে অগ্রসর হন। দয়ার কাজ হলো সেই জীবন্ত বিশ্বাসের ফল। সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল এর আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন স্বেচ্ছাসেবক তাই প্রতিদিন নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন, “আজ আমি কার মধ্যে খ্রিস্টের মুখ দেখেছি? কার দুঃখ আমি শুনেছি? কার জীবনে ঈশ্বরের ভালোবাসার সামান্য আলো পৌঁছে দিতে পেরেছি?”

দয়ার আগুন জ্বালিয়ে রাখি

সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল-এর জীবন আমাদের সামনে একটি উজ্জ্বল সত্য প্রকাশ করে। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন তা মানুষের সেবায় রূপান্তরিত হয়। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, দরিদ্রের পাশে দাঁড়ানো মানে শুধু অর্থ দান নয়; বরং ভালোবাসা দিয়ে কাছে আসা, মনোযোগ দিয়ে শোনা, মর্যাদা রক্ষা করা এবং আশার পথ দেখানো। আজকের পরিবর্তনশীল সমাজে SSVP-এর সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল এর আদর্শ আরও প্রাসঙ্গিক। দারিদ্র্য, একাকিত্ব, সামাজিক বৈষম্য, জলবায়ুজনিত দুর্যোগ ও মানবিক সংকটের মধ্যে মগলীর সেবার হাত যেন আরও প্রসারিত হয়। প্রতিটি ধর্মপন্থী হয়ে উঠুক দয়া, ভ্রাতৃত্ব ও আশার কেন্দ্র; প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবক হয়ে উঠুন খ্রিস্টের ভালোবাসার জীবন্ত সাক্ষ্য। সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল-এর পবিত্র জীবন আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করুক- প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে, আর সেবায় মানুষের কাছে। তাঁর দয়ার আদর্শে বাংলাদেশে SSVP-এর প্রতিটি সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক নতুন উদ্যমে এগিয়ে আসুন। আমাদের সেবা হোক বিশ্বাসের প্রকাশ, আমাদের ভালোবাসা হোক খ্রিস্টের সাক্ষ্য এবং আমাদের জীবন হোক অনন্ত জীবনের আশায় আলোকিত।

ধর্মের বেড়া পেরিয়ে মানুষের কাছে বাণীপ্রচার : সিস্টার আঞ্জুলিনা মার্ডির সাথে শেষ কথোপকথন

জ্যাপ্তিন গোমেজ

সিস্টার আঞ্জুলিনা মার্ডি সিআইসি, শান্তিরাণী সম্প্রদায়ের একজন সিস্টার। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের একজন সাঁওতাল আদিবাসী নারী। কিন্তু তাঁর জীবনের আসল পরিচয় বোধহয় এই দুটি পরিচয়ের মাঝখানে নয়, বরং এই দুই পরিচয়কে ছাপিয়ে যাওয়া এক তৃতীয় সত্য, তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি ধর্মের বেড়াকে কখনো দেয়াল বানাননি, বরং সেতু বানিয়েছিলেন। হিন্দু, মুসলমান কিংবা নিজস্ব বিশ্বাসে বিশ্বাসী আদিবাসী পরিবার, সবার কাছেই তিনি গিয়েছিলেন প্রথমে মানুষ হিসেবে, পরে সিস্টার হিসেবে।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর এক কৃষক পরিবারে জন্ম নেওয়া আঞ্জুলিনা ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর তৃতীয় জীবনে প্রবেশ করেন। এরপর শুরু হয় তেঁষটি বছরের এক দীর্ঘ পথচলা, রাজশাহী ডায়োসিসের মহিপাড়া অঞ্চলে, যেখানে তিনি একটিমাত্র মাটির ঘর থেকে গড়ে তুলেছিলেন একটি জীবন্ত খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তবে তাঁর কাজের পরিধি কখনো শুধু নিজের ধর্মের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। যারা প্রতিমা পূজা করতেন, যারা তাঁকে সরাসরি বলতেন, “আপনারা তো আমাদের খ্রিস্টান বানাতে এসেছেন”, তাঁদের সঙ্গেও তিনি বছরের পর বছর ধরে সম্পর্ক তৈরি করেছেন, ধর্মের কথা না বলে, শুধু তাঁদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে। তাঁর নিজের ভাষায়, “তোমরা দেবতার পূজা করো, কিন্তু তোমাদের রক্ষা করতে পারে কে? আমাদেরও সুন্দর করে সাজানো গান আছে।”

২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট, ৯৬ বছর বয়সে সিস্টার আঞ্জুলিনা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই সাক্ষাৎকারটি আমি তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে, মহিপাড়ার কনভেন্টে বসে রেকর্ড করেছি। তাই এই কথোপকথনকে বলা যায় তাঁর জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারের একটি, যেখানে তিনি নিজের মুখে বলে গেছেন কীভাবে তিনি ধর্মের সীমানা পেরিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছেছিলেন। আসুন, তাঁর নিজের কথায় শোনা যাক সেই যাত্রার গল্প।

আপনি কীভাবে এবং কখন ধর্মীয় জীবন বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন? আর ৬৩ বছরের সেবাজীবনের দিকে ফিরে তাকালে, কোন বিষয়টি আপনাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়?

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর, নিজের ইচ্ছা এবং একজন ফাদারের মাধ্যমে আমি ধর্মীয় জীবন বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। একজন সাঁওতাল তরুণী হিসেবে সেই সময় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার পক্ষে মোটেও কঠিন ছিল না। ৬৩ বছরের সেবাজীবনের দিকে ফিরে তাকালে আমার মনে হয়, ঈশ্বর আমাকে এই পথের জন্যই আহ্বান করেছিলেন, কারণ মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে আমি ঈশ্বরের অনেক কৃপা, আশীর্বাদ ও ভালোবাসা পেয়েছি।

আমার সেই যাত্রার কোনো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তকে বেছে নিয়ে যদি কাউকে সবকিছু দেখাতে হয়, মানুষ, প্রকৃতি, কষ্ট আর বিশ্বাস, তাহলে মনে হয় খুব বেশি বাড়াই করার দরকার নেই, কারণ যে গ্রামেই আমি পা রেখেছি, সেখানেই ঈশ্বরের উপস্থিতি ও ভালোবাসা কাজ করতে দেখেছি। তবে অবসর জীবনে ফিরে তাকালে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয় একটি জিনিসই, যেদিন আমি প্রথম ব্রত গ্রহণ করেছিলাম, নতুন সিস্টার হয়েছিলাম। কারণ সেই দিন থেকেই আমি যিশুর ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম।

আপনি দীর্ঘ সময় দুর্গম এলাকায় হেঁটে হেঁটে কাজ করেছেন। সেই যাত্রার কোন স্মৃতি আজও আপনার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে?

সেই সময় মানুষের জীবন ছিল কঠিন, যাতায়াতও ছিল খুব কষ্টের। আমরা সাধারণত দুজন ফাদার আর দুজন সিস্টার মিলে দলবঁধে কাজ করতাম, ফাদারদের জিপে করে যাতায়াত করতাম। গ্রামে পৌঁছে আমরা ভাগ হয়ে সাঁওতাল ও ওরাও মানুষদের মিশার উত্তর, গান আর পাঠ শেখাতাম। গ্রামের মানুষই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন, আর যখন চলে আসার সময় হতো, তাঁরা আমাদের জন্য কেঁদে ফেলতেন।

কিন্তু সবসময় গাড়ি জুটত না। কিছু গ্রামের দূরত্ব ছিল ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত, শিবপুর প্রায় ১৫ কিলোমিটার, চৌগাছির দিকে প্রায় ২০ কিলোমিটার। গাড়ি-ঘোড়া কিছুই ছিল না, তাই পায়ে হেঁটেই যেতে হতো। এভাবে বছরের পর বছর প্রায় আঠারোটি গ্রামে যাতায়াত করেছি। সেই দীর্ঘ পথচলা, মানুষের আতিথেয়তা, আর প্রতিটি বিদায়ের সেই কান্না, আজও আমার স্মৃতিতে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে।

একজন সাঁওতাল আদিবাসী নারী ও কাথলিক সিস্টার হিসেবে মানুষ আপনাকে কীভাবে গ্রহণ করেছিল? বিশেষ কোনো বাধার মুখোমুখি হয়েছিলেন কি?

মানুষ আমাকে সবসময় ভালো মন নিয়ে গ্রহণ করেছে। আমার আদিবাসী পরিচয়ের কারণে আমি কখনো বৈষম্যের মুখোমুখি হইনি। তাদের কাছে সিস্টার মানেই সিস্টার, আর আমি মানুষের কাছ থেকে প্রচুর স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছি।

তবে এর মানে এই নয় যে কখনো কোনো সংঘাত হয়নি। কাজের শুরুর দিকে একবার একটি বাপ্টিস্ট অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছিল, কিন্তু এরপর একদল মুসলমান এসে সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করে, দুজনের মাথা ফাটিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা ফিরে এসে ক্ষমা চেয়েছিল। এরপর অনেক কিছু বদলে গেছে, এখন এই ধরনের সংঘাত অনেক কমে এসেছে।

আপনার মিশনারি জীবনের এমন একটি ঘটনা কি বলতে পারেন, যা আজকের মানুষের জানা উচিত?

হ্যাঁ, একটি ঘটনার কথা অবশ্যই বলব, যা শিবপুর গ্রামের সঙ্গে জড়িত। সেখানে একটি বেদে পরিবারের গ্রাম ছিল, যেখানে প্রায় একশ ফুট উঁচু এক কালীর মূর্তি ছিল। সেই মূর্তির কারণে আমি প্রথমদিকে ওই গ্রামে যেতে ভয় পেতাম।

তারপর একদিন একটি ছেলের মা আমাকে এসে বলল, “আমরা খ্রিস্টান হব।” এই কথা শুনে আমার ভয় অনেকটাই কেটে যায়। ওই গ্রামে প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি পরিবার ছিল, তাই প্রতি রবিবার দুজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে প্রায় ২০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে সেখানে যেতাম এবং তাদের প্রার্থনা শেখাতাম। প্রথম দিকে তারা আমাকে দেখে লজ্জা পেত, বিশেষ করে হিন্দু পরিবারের লোকজন কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে অন্যদিকে ফিরে যেত। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলাতে লাগল, যুবকেরাও আসতে শুরু করল। প্রায় দুই বছর ধরে আমি সেখানে গিয়ে প্রার্থনা ও গান শিখিয়েছি, এরপর তারা বলল, “আপনি আমাদের প্রার্থনা শিখিয়েছেন, ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছেন, এবার আমাদের দীক্ষা দিন।” আমি তাদের বলেছিলাম, এটা আমাদের কাজ নয়, এটা পুরোহিতের কাজ, এবং ফাদারই তাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন।

তবে গ্রামের বুড়ো-বুড়িরা তখনও দীক্ষা নেননি। তাঁরা বলেছিলেন, আগে তাঁরা সেই মূর্তিকে বিদায় জানাবেন, যে মূর্তির ওপর এতদিন তাঁদের বিশ্বাস টিকে ছিল, তারপর দীক্ষা নেননি। ততদিনে যুবক-যুবতী ও ছেলে-মেয়েদের দীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। একদিন তাঁরা নিজেদের পুকুরে সেই মূর্তিটি বিসর্জন দিলেন, খাওয়া-দাওয়া ও অনুষ্ঠান করলেন, এরপর নিজেরাই এসে বললেন, “আমরাও দীক্ষা নেব।” আজ তাঁদের জীবন সত্যিই সুন্দর।

সেই দুই বছর ধরে আমি নিয়মিত প্রার্থনা করতাম, “এই গ্রামের মানুষের মন পরিবর্তন করো। আমাকে আলো দাও, শক্তি দাও, বুদ্ধি দাও, কৃপা দাও, যাতে এই কাজ সত্যিই সফল হয়।” আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর সেই কাজের ফল দিয়েছেন। আরেকটি গ্রামেও প্রায় একই রকম উঁচু একটি কালীর মূর্তি ছিল, তবে সেখানে আমি যাইনি, পরে আমি চা-বাগান এলাকার দিকে চলে যাই। তবু শিবপুরের সেই ঘটনা, একটি মূর্তি বিসর্জনের পর পুরো একটি সম্প্রদায়ের দীক্ষা নেওয়া, আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিগুলোর একটি হয়ে থাকবে।

আপনি কাথলিক বা খ্রিস্টানদের মধ্যেই শুধু নয়, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তাদের বিশ্বাস অর্জন করলেন কীভাবে?

প্রথম ধাপ ছিল প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে দেখা করা। কাউকে মা ডাকতাম, কাউকে বাবা, কাউকে কাকা, কাউকে বৌদি, এভাবেই ধর্মের প্রসঙ্গ আসার অনেক আগেই তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে যেতাম। তাদের সম্ভানরা ফুলে যাচ্ছে কিনা সেটাও খেয়াল রাখতাম, না গেলে বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলতাম, লেখাপড়া করলে একদিন ভালো জীবন হবে, প্রতিবেশী মুসলমান পরিবারও তাদের সম্মান করবে।

যাদের সঙ্গে আমি কাজ করতাম, তাদের বেশিরভাগই ছিলেন অখ্রিস্টান আদিবাসী সাঁওতাল, নিজস্ব বিশ্বাসে বিশ্বাসী, প্রতিমা ও দেবতার পূজা করতেন। খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে তারা তেমন কিছু জানতেন না। আমরা কখনো সরাসরি ধর্মের কথা দিয়ে শুরু করতাম না। প্রথমে তাঁদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতাম, তাঁদের উৎসবকে ততটাই গুরুত্ব দিতাম, যতটা আমরা বড়দিনকে দিই, আর স্বাভাবিকভাবে তাদের খোঁজখবর নিতাম, ঠিক যেভাবে তারা আমাদের আপ্যায়ন করতেন। কেউ কেউ সরাসরি বলতেন, “এরা তো আমাদের খ্রিস্টান বানাতেই এসেছে,” কিন্তু এমন কথায় আমার মন খারাপ হতো না।

যার সঙ্গে কথা বলতাম, নারী-পুরুষ, তরুণ-বৃদ্ধ, প্রত্যেকের বোঝার মতো করে কথা বলতাম, আর সবসময় তাদের নিজস্ব বিশ্বাস থেকেই শুরু করতাম, “তোমরা দেবতার পূজা করো, কিন্তু তোমাদের রক্ষা করতে পারে কে? আমাদেরও সুন্দর করে সাজানো গান আছে।” পরিবেশ ঠিক থাকলে তবেই একটু বিশ্বাসের কথা বলতাম। মানুষের মন পরিবর্তন করা কখনোই সহজ ছিল না, আজও নয়, অনেকের মন বছরের পর বছর কঠিনই থেকে যায়। কিন্তু যিশু যখন চান, তখন সেই পরিবর্তন আসে, সময় লাগলেও একদিন আসে।

ছয় দশকের বেশি সময়ের সেবাজীবনের দিকে ফিরে তাকালে আপনার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি কী মনে হয়?

এই জীবনে আমি যে কৃপা ও আশীর্বাদ পেয়েছি, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় অর্জন। আমার মধ্য দিয়ে অনেক অখ্রিস্টান মানুষ খ্রিস্টান হয়েছেন, অনেকে খ্রিস্টের ভালোবাসা পেয়েছেন, অনেকের সুখ-দুঃখের কথা শুনেছি, আর বাস্তব দিক থেকেও চেষ্টা করেছি, যেমন গরিব মানুষের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করে দেওয়া।

একটি পরিবারের কথা মনে পড়ে, যাদের মধ্যে পিতা ছাড়া বাকি সবাই খ্রিস্টান হয়েছিলেন। আরেকটি পরিবারে স্বামী প্রথমে “এক ফোঁটা জমিও দেব না” বলে দীক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু পরিবার এগিয়ে গিয়েছিল, আর ধীরে ধীরে তাঁর স্ত্রী ও অন্যরা রবিবারে গির্জায় যাওয়া শুরু করেন। আমি এমন পরিবারদের সবসময় বলতাম, প্রার্থনা করো, কারণ যে চায় সে পায়, যে খোঁজে সে পায়। যাদের আমি এভাবে ঈশ্বরের কাছাকাছি এনেছি, তাদের জন্য আজও প্রার্থনা করি। একজন খ্রিস্টান মা অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, তখন তাঁর দুই ছেলে ছোট ছিল, এখন তারা বিয়ে করেছে, নিজেদের সংসার হয়েছে।

সঠিক সংখ্যা বলতে পারব না, তবে বাঁশবাড়িয়া গ্রামের কথা মনে পড়ে, যেখানে প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি পরিবার ধীরে ধীরে, বছরের পর বছর ধরে খ্রিস্টান হয়েছিল, একসঙ্গে নয়। আমি নিজে কাউকে দীক্ষা দিতাম না, শুধু প্রস্তুত করতাম, ফাদারই দীক্ষা দিতেন। মানুষ ধীরে ধীরে বিশ্বাসের পথে আসছে দেখে সবসময় মনে হতো, আমার বলা কোনো কথা হয়তো সত্যিই তাদের মনে পৌঁছেছে।

রাজশাহী ডায়োসিসে ৬৩ বছর সেবা করার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কীভাবে এই এলাকার পরিবর্তন দেখেছেন?

যতটুকু মনে পড়ে, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের দিকে মহিপাড়া এলাকায় কোনো কনভেন্ট ছিল না, স্থায়ী কোনো মিশনও ছিল না। ফাদার এলে আমরা সিস্টাররাও আসতাম। তখন এখানে শুধু মাটির ঘর আর মাটির স্কুল ছিল। আমরা শুধু পুরোনো খ্রিস্টান গ্রাম, যেমন ময়ড়া, খোকসা, মোল্লাপাড়া, ধোকড়া, বিলমারিয়ায় নয়, আশপাশের অখ্রিস্টান গ্রামেও যেতাম। পরে ফাদার স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করলে কাজ অনেক বিস্তৃত হয়।

এরপর ডায়োসিসে ধর্মপল্লীর সংখ্যা বেড়েছে, বহু ফাদার, সিস্টার ও ব্রাদার তৈরি হয়েছেন, অনেক মানুষ খ্রিস্টান হয়েছেন। তবে পরিবর্তন শুধু ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আগে মানুষ প্রকৃতি বা সনাতন দেবদেবীর পূজা করতেন, অসুস্থ হলে ওঝা-গুরুর কাছে যেতেন, এখন তাঁরা ডাক্তারের কাছে যান এবং পরিকার-পরিচ্ছন্নভাবে জীবনযাপন করেন। আগে ১২-১৩ বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে যেত, এখন বাচ্চার স্কুলে যায়, ১৮ বছরের আগে বিয়ে করে না। স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর বাল্যবিবাহ বন্ধ হওয়া, এই পরিবর্তনগুলোই আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছে।

দুর্গম এলাকায় কাজ করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে কী শিখেছেন, আর এত কষ্টের মধ্যে শক্তি কোথায় পেয়েছেন?

স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে আমি দায়িত্ববোধ ও সেবার মনোভাব শিখেছি, দয়া, মমতা আর কষ্ট সহ্য করার ধৈর্যও শিখেছি। কিন্তু আসল শক্তিটা এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। গাড়ি-ঘোড়া কিছুই ছিল না, প্রতিবার কষ্ট করেই যেতাম, কষ্ট করেই ফিরতাম। যিশু আর কুমারী মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করতাম, “আমি কষ্ট করছি, যেন এই মানুষেরা খ্রিস্টান হয়, তুমি তাদের অবশ্যই খ্রিস্টান করো।” এসব কিছুই এমনি এমনি হয়নি, সবই ঈশ্বরের কাজ।

আপনার পরবর্তী প্রজন্মের সিস্টার ও তরুণ আদিবাসী নারীদের জন্য কী বার্তা দিতে চান?

প্রত্যেক সিস্টার ও তরুণ নারী যেন পবিত্র ও বিশুদ্ধ জীবনযাপন করে, মা মারীয়ার মতো পবিত্র জীবনযাপন করে। প্রত্যেকে যেন ধর্মীয় ও প্রার্থনাশীল মানুষ হয়ে ওঠে এবং নিজের দায়িত্ব বিশুদ্ধতার সঙ্গে পালন করে।

সিস্টার আঞ্জুলিনা মার্ডির জীবন আমাদের একটি সহজ কিন্তু গভীর সত্য মনে করিয়ে দেয়, বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়ার আগে প্রয়োজন হয় বিশ্বাস অর্জনের, আর বিশ্বাস অর্জনের প্রথম শর্ত হলো অন্য মানুষকে, তার ধর্ম যাই হোক না কেন, নিঃশর্তভাবে ভালোবাসা। তিনি কখনো জোর করে কারো ধর্ম পরিবর্তন করাননি, বরং বছরের পর বছর ধরে পাশে থেকেছেন, কারো সম্ভানের স্কুলে যাওয়া নিয়ে ভেবেছেন, কারো অসুস্থতায় খোঁজ নিয়েছেন, কারো উৎসবকে সম্মান জানিয়েছেন। ধর্মের সীমানা তাঁর কাছে কখনো বাধা ছিল না, বরং একটি সেতু ছিল, যে সেতু পার হয়ে তিনি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছাতেন।

আজ তিনি আর নেই। কিন্তু শিবপুরের সেই গ্রামে, বাঁশবাড়িয়ার সেই পরিবারগুলোতে, মহিপাড়ার প্রতিটি ইটে ও মাটির দেয়ালে তাঁর পায়ের ছাপ রয়ে গেছে। তাঁর জীবন প্রমাণ করে, ধর্মের বেড়া পেরিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব, যদি হৃদয়ে থাকে সত্যিকারের ভালোবাসা আর অসীম ধৈর্য। মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে বলা তাঁর এই কথাগুলো তাই শুধু একটি সাক্ষাৎকার নয়, বরং একজন মানুষের সারাজীবনের সাধনার শেষ সাক্ষ্য।

ডিজিটাল রূপান্তর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় আগামীর পর্যটন

দীপ জুলিয়ান বিশ্বাস

প্রতিবছর ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় বিশ্ব পর্যটন দিবস। জাতিসংঘের অধীনস্থ সংস্থা World Tourism Organization (UNWTO) ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ দিবস পালন করে আসছে। দিবসটির মূল লক্ষ্য হলো- পর্যটনের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা, বৈশ্বিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে পর্যটনের অবদান তুলে ধরা এবং টেকসই উন্নয়নের সাথে পর্যটনের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা।

২০২৬ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব পর্যটন দিবসের নির্ধারিত আন্তর্জাতিক প্রতিপাদ্য হলো “Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism” (ডিজিটাল রূপান্তর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় আগামীর পর্যটন)।

পর্যটনের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

পর্যটন হলো মানুষের ভ্রমণ ও ভ্রমণকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড, যা বিনোদন, শিক্ষা, গবেষণা, ধর্মীয় উদ্দেশ্য বা ব্যবসার জন্য হয়ে থাকে। এটি শুধু একটি ভ্রমণ নয়- বরং সংস্কৃতি বিনিময়, ঐতিহ্য রক্ষা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ এবং মানবিক বন্ধন তৈরির এক অসাধারণ মাধ্যম।

পর্যটনের গুরুত্ব

১. অর্থনৈতিক গুরুত্ব: বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্থানীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে।

২. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব: ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে।

৩. পরিবেশগত গুরুত্ব: সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করলে পর্যটন প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সহায়তা করে।

৪. শিক্ষা ও গবেষণা: ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণায় ভ্রমণ একটি কার্যকর মাধ্যম।

বিশ্ব পর্যটন দিবসের ইতিহাস

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর UNWTO-এর সংবিধান অনুমোদিত হয়। এর এক দশক পর, অর্থাৎ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ দিনটি বিশ্ব পর্যটন দিবস

হিসেবে পালিত হচ্ছে।

দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য

১. পর্যটনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্য তুলে ধরা।

২. বিশ্বব্যাপী মানুষকে পর্যটনের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা।

৩. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া।

২০২৬ খ্রিস্টাব্দের প্রতিপাদ্যের তাৎপর্য :-

১. পর্যটন খাতের আধুনিকায়ন ও পুনর্গঠন: প্রথাগত পর্যটন ব্যবস্থার বদলে একটি স্মার্ট পর্যটন ইকোসিস্টেম তৈরি করাই এই প্রতিপাদ্যের মূল লক্ষ্য। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও ডিজিটাল এজেন্ডার মাধ্যমে পর্যটকদের ভ্রমণ পরিকল্পনাকে আরও সহজ, দ্রুত এবং নির্ভর করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

২. পর্যটকদের অভিজ্ঞতার মানোন্নয়ন (Enhanced Customer Experience): কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে পর্যটকদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় ভ্রমণ গাইড তৈরি, রিয়েল-টাইম অনুবাদ সুবিধা এবং কাস্টমাইজড সেবা প্রদান করা সম্ভব। ফলে ভ্রমণকারীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যময় অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

৩. টেকসই পর্যটন ও তথ্য-নির্ভর ব্যবস্থাপনা (Sustainable Tourism)

AI-এর সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ (Over-tourism management) এবং পরিবেশের ওপর তার প্রভাব বিশ্লেষণ করা সহজ হবে। বিগ ডেটা ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে সম্পদের অপচয় কমিয়ে পরিবেশবান্ধব বা টেকসই পর্যটন মডেল নিশ্চিত করা এই প্রতিপাদ্যের অন্যতম তাৎপর্য।

৪. ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (MSMEs) ক্ষমতায়ন

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছোট ছোট পর্যটন ব্যবসায়ী, গাইড এবং স্থানীয় উদ্যোক্তারা সরাসরি বিশ্বমঞ্চে নিজেদের সেবা বুঝি

ও বিপণনের সুযোগ পাচ্ছেন। এটি পর্যটন খাতে এক ধরনের অর্থনৈতিক সমতা ও অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আসবে।

৫. পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাস
টিকিট বুकिং, হোটেল বুकिং থেকে শুরু করে ডিজিটাল পরিচয়পত্র ও ইলেকট্রনিক পেমেন্ট ব্যবস্থার শতভাগ প্রয়োগের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের পরিচালন ব্যয় ও জালিয়াতির ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে।

সার্বিকভাবে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্যটি কেবল প্রযুক্তির অন্ধ ব্যবহারকে নির্দেশ করে না, বরং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে পর্যটন শিল্পকে আরও সহনশীল, পরিবেশবান্ধব ও যুগোপযোগী করে তোলা যায় সেই রোডম্যাপ তৈরি করে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে পর্যটনের অবদান

পর্যটন শিল্প বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক খাত।

১. জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্ব জিডিপি প্রায় ১০% আসে পর্যটন থেকে।

২. প্রতিবছর প্রায় ১.৫ বিলিয়ন মানুষ আন্তর্জাতিক ভ্রমণ করে।

৩. ৩০ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে পর্যটন খাতে।

২০২৬ খ্রিস্টাব্দে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং স্মার্ট-ট্রাভেল সিস্টেমের কারণে পর্যটনের ব্যাপ্তি আরও বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে পর্যটনের সম্ভাবনা

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যে ভরপুর।

■ কক্সাজার: বিশ্বের দীর্ঘতম

সমুদ্রসৈকত।

■ সুন্দরবন: ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান।

■ সিলেট: চা-বাগান ও পাহাড়ি সৌন্দর্য।

■ পাহাড়ি জেলা: বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি।

■ ঐতিহাসিক স্থান: মহাস্থানগড়,

পাহাড়পুর, ষাট গম্বুজ মসজিদ।

বাংলাদেশে পর্যটনের যথাযথ উন্নয়ন হলে এটি দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান

চালিকা শক্তি হতে পারে।

টেকসই পর্যটন: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

চ্যালেঞ্জসমূহ:

১. পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস।

২. পর্যটন অবকাঠামোর ঘাটতি।

৩. রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি।

৪. দক্ষ জনশক্তির অভাব।

করণীয়:

১. ইকো-ট্যুরিজম প্রচার করা।

২. স্থানীয় জনগণকে পর্যটন খাতে সম্পৃক্ত করা।

৩. পর্যটন ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার।

৪. আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা।

৫. আন্তর্জাতিক মানের হোটেল, রিসোর্ট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করা।

ডিজিটাল প্রযুক্তি ও আধুনিক পর্যটন

ডিজিটাল প্রযুক্তি পর্যটন খাতে বৈপ্লবিক

পরিবর্তন এনেছে।

■ অনলাইন বুকিং ও ডিজিটাল পেমেণ্ট

■ ভার্সুয়াল রিয়ালিটি ট্যুর

■ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক গাইড

■ ড্রোন ফটোগ্রাফি ও থ্রিডি ম্যাপিং

পর্যটন ও সংস্কৃতি

পর্যটনের মাধ্যমে মানুষ ভিন্ন সংস্কৃতিকে জানতে পারে।

■ ভাষা শিক্ষা

■ লোকসংগীত ও নৃত্য

■ খাদ্য সংস্কৃতি

■ হস্তশিল্প ও লোকশিল্প

এভাবে পর্যটন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পর্যটন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা

পর্যটন মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া ও

সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে। যেমন—

■ মধ্যপ্রাচ্যের পর্যটন শান্তিপূর্ণ

সহাবস্থানের বার্তা বহন করে।

■ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে

ভিসামুক্ত ভ্রমণ রাজনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করেছে।

■ দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক পর্যটন

দেশগুলোর মধ্যে বিশ্বাসের সেতু গড়ে

তুলতে পারে।

ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs)-এর সাথে পর্যটনকে আরও বেশি যুক্ত করতে হবে।

১. পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়াতে হবে।

২. পর্যটন খাতে নারীর অংশগ্রহণ ও উদ্যোক্তা তৈরিতে উদ্যোগ নিতে হবে।

৩. গ্রামীণ পর্যটনকে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে শহর-গ্রামের বৈষম্য কমে।

৪. আন্তর্জাতিক পর্যটন সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৬; আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে পর্যটন শুধুমাত্র আনন্দ বা বিনোদনের বিষয় নয়, এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার-যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, টেকসই উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐক্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যদি পর্যটনকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, তবে এটি হতে পারে বৈশ্বিক শান্তি ও টেকসই ভবিষ্যতের সবচেয়ে শক্তিশালী সেতুবন্ধন।

STUDY & JOB VISA IN EUROPE

Poland / Bulgaria / Romania / Moldova -তে জব ভিসা

কানাডাতে- Business Migration Visa (পরিবার সহ)

Study Abroad চলছে - UK, Australia, New Zealand, Hungary, Malta, Ireland, Japan, South Korea - তে।

এছাড়াও ইন্ডিয়ায় - Tourist Visa, Medical Visa এবং Double Entry Visa - করানোর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন।



গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)



হেড অফিস: বাড়ি # ১১, সড়ক # ২/ই,

বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২

(আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে,

বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিবিষ্ট)



info@globalvillagebd.com



@globalvillageacademybd



www.globalvillagebd.com

+88-02-226618469

+880 19015 19721

+880 19015 19729

+880 19015 19727

বিজ্ঞ/১৯০/২৬



পথচলার ৮৬ বছর : সংখ্যা - ৩৪

২৭ সেপ্টেম্বর - ০৩ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১২ - ১৮ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

আলোচিত সংবাদ

জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ (ইউএনজিএ)-এর ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র সফররত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন। ইস্তাম্বুলে সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতির পর প্রধানমন্ত্রী, তাঁর স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান এবং উচ্চপাধ্যায়ের প্রতিনিধিদলকে বহনকারী টার্কিশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট স্থানীয় সময় সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৬টা ২০ মিনিটে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আইরিন খান এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক মো. আরিফুল ইসলাম। বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা শেষে মোটরশোভাযাত্রা সহকারে প্রধানমন্ত্রীকে 'হাইয়াত গ্যাণ্ড সেন্ট্রাল নিউইয়র্ক' হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে বিএনপি নেতা-কর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা দহাইয়াত গ্যাণ্ড সেন্ট্রাল নিউইয়র্ক হোটেলের সামনে ব্যানার, পোস্টার ও ফেস্টুন হাতে মিছিল এবং প্লোগান দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। এ সময় প্রধানমন্ত্রীও হাসিমুখে হাত নেড়ে নেতা-কর্মীদের শুভেচ্ছার জবাব দেন।

<https://www.bd-pratidin.com/national/2026/09/22/1303641>

সংকটে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি

বিশ্ব বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ লোহিত সাগরের প্রবেশদ্বার 'বাব আল মাদেব' প্রণালির চলমান সংকটের ধাক্কা লেগেছে দেশের তৈরি পোশাক খাতে। লোহিত সাগরের উপকূলে ইরান সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক শিপিং কোম্পানিগুলো রুট পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। রুট পরিবর্তন করার ফলে পণ্য পরিবহন ব্যয় এবং সময় দুটিই বেড়েছে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের। এতে বাড়তি চাপ পড়েছে রপ্তানিকারকদের মধ্যে। তৈরি হয়েছে শঙ্কা। বিশেষ করে বাব আল মাদেব প্রণালির সংকটে ইউরোপ-আমেরিকায় আমদানি-রপ্তানিতে বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে। যার প্রভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি ব্যয় বহুলাংশ বেড়েছে। পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়েছে তৈরি পোশাক খাতে। বিজিএমইএর পরিচালক ও এশিয়ান গ্রুপের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাকিফ আহমেদ সালাম বলেন, দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের জন্য 'বাব আল মাদেব' প্রণালি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রণালি দিয়েই ইউরোপ আমেরিকার সিংহভাগ তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে পণ্য পরিবহনের খরচ ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। এ প্রণালির সংকট এরই মধ্যে পড়তে শুরু করেছে। এতে প্রতিযোগী দেশগুলোর কাছে ক্রেতা

হারাতে পারেন তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকরা।
<https://www.bd-pratidin.com/industrial-trade/2026/09/20/1302791>

জ্বালানি তেলের দাম লিটারে ২০ টাকা বাড়াল সরকার

দেশের বাজারে চার ধরনের প্রধান জ্বালানি তেলের দাম লিটার প্রতি ২০ টাকা করে বৃদ্ধি করেছে সরকার। নতুন মূল্য নির্ধারণের ফলে এখন থেকে প্রতি লিটার ডিজেল ১৩৫ টাকা, কেরোসিন ১৫৫ টাকা, অকটেন ১৬৫ টাকা এবং পেট্রোল ১৬০ টাকায় বিক্রি হবে। রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. এনামুল হক স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে জ্বালানি তেলের মূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল। সে সময় প্রতি লিটার ডিজেল ১১৫ টাকা, কেরোসিন ১৩৫ টাকা, অকটেন ১৪৫ টাকা এবং পেট্রোল ১৪০ টাকায় নির্ধারিত ছিল। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে সর্বশেষ জ্বালানি তেলের দামে বড় ধরনের সমন্বয় আনা হয়। ওই সময় ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ১৫ টাকা এবং অকটেন, পেট্রোল ও কেরোসিনের দাম যথাক্রমে ২০ টাকা, ১৯ টাকা ও ১৮ টাকা বাড়ানো হয়েছিল।
<https://www.amarsangbad.com/national/news/359541>

হোয়াইট হাউসে সিএনএনসহ তিন সংবাদমাধ্যম নিষিদ্ধ করলেন ট্রাম্প

'ভুয়া খবর' প্রকাশের অভিযোগ তুলে হোয়াইট হাউস থেকে তিনটি মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছে সিএনএন, এমএস নাউ ও পলিটিকো। ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালের এসব সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি, প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিতভাবে তাঁর প্রশাসন ও যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে 'মিথ্যা' ও 'ভিত্তিহীন' খবর প্রকাশ করছে। বিশেষ করে পলিটিকোর বিরুদ্ধে আলাদা অভিযোগ তুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর দাবি, জো বাইডেনের প্রশাসনের সময় মার্কিন সরকারের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানটি ৮ মিলিয়ন ডলারের একটি সাবস্ক্রিপশন পেয়েছিল। ট্রাম্প এটিকে সম্ভাব্য দূর্নীতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ট্রাম্প আরও সতর্ক করে বলেছেন, অন্য যেসব সংবাদমাধ্যমকে তিনি 'ভুয়া খবর' প্রকাশকারী বলে মনে করেন, সেগুলোকেও একই ধরনের পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হতে পারে।
<https://www.dailyjanakantha.com/international/news/916641>

রাশিয়ার নির্বাচনে ফের পুতিনের জয়জয়কার

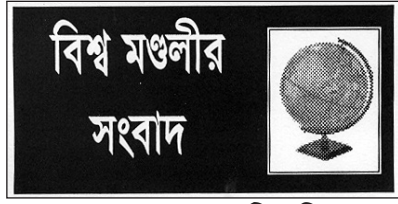
রাশিয়ার পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ক্ষমতাসীন দল 'ইউনাইটেড রাশিয়া' আবারও জয়লাভ করেছে। প্রাথমিক ফল অনুযায়ী, ৪৫০ আসনের স্টেট ডুমা

দলটি ৩৫৫টি আসন পেয়েছে। টানা তিন দিন ভোটগ্রহণের পর সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) নির্বাচনী কর্মকর্তারা এই ফল ঘোষণা করেন। ইউনাইটেড রাশিয়া গত ২৫ বছর ধরে রাশিয়ার রাজনীতিতে প্রভাবশালী অবস্থানে রয়েছে। এবার দলটি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের আগের রেকর্ড ৩৪৩ আসনের রেকর্ডও ভেঙে গেল। নতুন ফলাফলে ইউনাইটেড রাশিয়ার সাংবিধানিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আরও বেড়েছে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা দলটিকে সংবিধান সংশোধনের মতো বিষয়ে পার্লামেন্টে বড় ধরনের ক্ষমতা দেয়। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রধান এলা পামফিলোভা জানিয়েছেন, ভোটার উপস্থিতি ৫৯ শতাংশের বেশি ছিল। এটি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান শুরুর পর দেশটির প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন। ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে ফলাফলকে পুতিনের প্রতি রুশ জনগণের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনের প্রতিফলন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ নির্বাচন শেষে জানান, ইউক্রেন যুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত প্রথম এই পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে যে দেশের সাধারণ জনগণ প্রেসিডেন্ট পুতিনের নীতি ও নেতৃত্বের ওপর শতভাগ আস্থা রাখছেন।

<https://www.bd-pratidin.com/international-news/2026/09/22/1303646>

ফিফা থেকে অর্থ পেতে পারে বাংলাদেশ, সদস্য দেশগুলোর জন্য নতুন প্রস্তাব

ফিফার বিপুল আর্থিক রিজার্ভ থেকে সদস্য দেশগুলোর ফুটবল উন্নয়নে সরাসরি অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব উঠেছে। ইউরোপীয় ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা এবং উত্তর, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ফুটবল কনফেডারেশন কনকাকাফ ২০২৭ থেকে ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চক্রে ফিফার ২১১ সদস্য অ্যাসোসিয়েশনকে অন্তত ১ কোটি ডলার করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন ও ফুটবলের প্রসারে এই অর্থ ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে। বিবিসির এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর কাছে পাঠানো এক চিঠিতে উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্ডার সেফেরিন ও কনকাকাফ সভাপতি ভিক্টর মন্তাগলিয়ানি এ প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০২৩ থেকে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের আর্থিক চক্র শেষে ফিফার রিজার্ভ প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। তাদের হিসাব অনুযায়ী, ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত ফিফার সম্ভাব্য ব্যয় মেটাতে রিজার্ভের পুরো অর্থ প্রয়োজন নাও হতে পারে। ২১১টি সদস্য অ্যাসোসিয়েশনকে এই অর্থ দেওয়া হলে ফিফার মোট ব্যয় দাঁড়াবে প্রায় ২ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার। তবে সদস্য দেশগুলোকে অর্থ দেওয়ার বিষয়ে এখনো ফিফার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।
<https://www.amarsangbad.com/sports/news/359395>



ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবের

এশীয় ডিজিটাল মিশনারিদের প্রতি আহ্বান: প্রভাবকে খ্রিস্টীয় সাক্ষ্যে রূপান্তর করুন

অনলাইন প্রভাবকে সত্যিকার খ্রিস্টীয় সাক্ষ্যে রূপান্তর করার লক্ষ্যে আয়োজিত চার দিনব্যাপী একটি সম্মেলনে এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০০ জনেরও বেশি কাথলিক ডিজিটাল মিশনারি, যোগাযোগকারী, বিষয়বস্তু নির্মাতা (কন্টেন্ট ক্রিয়েটর) এবং ধর্মীয় প্রভাবক (ইনফ্লুয়েন্সার) একত্রিত হয়েছিলেন প্রথম 'এশিয়ান কাথলিক ডিজিটাল মিশনারি অ্যাসেম্বলি'-তে। এই অ্যাসেম্বলি ১০ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ফিলিপিন্সের কেজন সিটিতে অবস্থিত রেডিও ভেরিতাস এশিয়ার ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়।

"ইনফ্লুয়েন্সার থেকে সাক্ষ্যদাতা: এশিয়ায় ডিজিটাল মিশনের জন্য সিনোডাল পথ" (Influencers to Witnesses: Synodal Way for Digital Mission in Asia) শীর্ষক প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এই সম্মেলনটি প্রেরিতদের কার্যাবলী "আমরা যা দেখছি ও শুনেছি, তা বলা থেকে ক্ষান্ত হতে পারি না" - ৪:২০ পদ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে। সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের কেবল অনলাইনে কন্টেন্ট তৈরি করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, বিশ্বাসের মিলন, সহভাগিতা ও মিশনারি চেতনায় গভীরভাবে প্রোথিত খ্রিস্টের সাক্ষী হয়ে ওঠার জন্য উৎসাহিত করা হয়। একই সঙ্গে সমগ্র এশিয়ায় ডিজিটাল বাণীপ্রচার ও সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ফেডারেশন অব এশিয়ান বিশপস' কনফারেন্স-এর সামাজিক যোগাযোগ কার্যালয় (FABC-OSC) এবং রেডিও ভেরিতাস এশিয়া যৌথভাবে এই সমাবেশের আয়োজন করে। এতে ভাটিকানের যোগাযোগ বিষয়ক ডিকাস্টেরি Fully Present Network-এর মাধ্যমে যুক্ত ছিল।

পোপ চতুর্দশ লিও অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা পাঠান, যা ভাটিকানসিটি রাষ্ট্রের সেক্রেটারী কার্ডিনাল পিয়েরো প্যারোলিন স্বাক্ষর করেন। বার্তায় তিনি অংশগ্রহণকারীদের তাঁদের ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে 'যিশু খ্রিস্টের সত্যিকার সাক্ষী' হিসেবে বেড়ে ওঠার জন্য উৎসাহিত করেন। ভাটিকানের যোগাযোগ বিষয়ক

ডিকাস্টেরির থিওলজিক্যাল-পাস্টোরাল বিভাগের পরিচালক নাতাশা গোভেকারও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী পবিত্র খ্রিস্টিয়াগে মূল বক্তব্য ও উপদেশ প্রদান করেন ফিলিপাইনের কাথলিক বিশপ সম্মেলনের সভাপতি এবং লিপার আর্চবিশপ গিলবার্ট গার্সেরা। তিনি বলেন, "আমরা এশিয়াতে চিৎকার করে যিশুকে নিয়ে আসব না; বরং এশিয়ার মানুষের কাছে গিয়ে, তাদের কথা শুনে, তাদের সঙ্গে পথ চলে, তাদের সেবা করে এবং কোমলভাবে যিশুর ভালোবাসাকে তাদের কাছে শুনিয়ে ও বাণীর আলোকে জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তুলেই আমরা যিশুকে নিয়ে আসব।"

খ্রিস্টের সত্যিকার সাক্ষ্যদাতা: এফএবিসি অফিস অব সোশ্যাল কমিউনিকেশনের চেয়ারম্যান বিশপ মার্সেলিনো আন্তোনিও "জুনি" মারালিত জুনিয়র তাঁর মূল বক্তব্যে বলেন, মণ্ডলীকে অবশ্যই এটি স্বীকার করতে হবে যে, মানুষ ইতোমধ্যেই ডিজিটাল জগতে বসবাস করছে, জীবনের অর্থ খুঁজছে এবং সম্পর্ক গড়ে তুলছে। "ডিজিটাল মহাসড়কগুলো অপেক্ষা করছে," অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে মণ্ডলী ইতোমধ্যেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে বিদ্যমান, তাই মূল প্রশ্ন হলো মানুষ অনলাইনে ঠিক কোন ধরনের মণ্ডলীর মুখোমুখি হবে।

বিশপ মারালিত পাঁচটি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের রূপরেখা তুলে ধরেন:

কন্টেন্ট (বিষয়বস্তু) থেকে এনকাউন্টার (সাক্ষাৎকার/প্রত্যক্ষ সংযোগ); দর্শক (অডিয়েন্স) থেকে কমিউনিটিতে (সমাজে), ভাইরাল হওয়া থেকে বিশৃঙ্খলিত (ফিডেলিটি), প্রতিযোগিতা থেকে সহযোগিতায়, এবং প্রভাব (ইনফ্লুয়েন্স) থেকে সাক্ষ্যে। তিনি বলেন, "সোশ্যাল মিডিয়া হলো অ্যাপেটাইজার (খাবারের সূচনা); ইউকারিস্ট (পবিত্র উপাসনা) হলো আসল গন্তব্য।"

অনলাইনে সেতুবন্ধন গড়ে তোলা: সমাবেশের সমাপনী পবিত্র খ্রিস্টিয়াগে সভাপতিত্ব করেন কালুকানের বিশপ কার্ডিনাল পাবলো ভির্জিলিও ডেভিড। ক্ষমার বিষয়ে সুসমাচারের আহ্বান নিয়ে প্রতিফলন করতে গিয়ে তিনি সতর্ক করে বলেন, ইন্টারনেট কোটি কোটি মানুষকে সংযুক্ত করতে পারে, কিন্তু একই সঙ্গে মানুষকে নিঃসঙ্গও করে তুলতে পারে। অ্যালগরিদম ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে একত্রিত করতে পারে, আবার তাদের পরস্পরের প্রতি বৈরী শিবিরেও বিভক্ত করতে পারে। তিনি বলেন, "অন্যরা যখন ক্রোধ ছড়িয়ে দেয়, তখন সাহস নিয়ে তার উত্তর দিন। অন্যরা যখন অবজ্ঞা ছড়িয়ে দেয়, তখন মর্যাদা দিয়ে তার উত্তর দিন। অন্যরা যখন দরজা বন্ধ করে দেয়, তখন আপনি একটি সেতু হয়ে উঠুন।"

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবমর্যাদার সেবা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হোক - পোপ চতুর্দশ লিও

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সংঘাত প্রতিরোধ ও সমাধান, মানবাধিকার সুরক্ষা এবং বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম AI4Peace-এর প্রথম অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে পাঠানো এক বার্তায় পোপ আহ্বান জানান "প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যেন প্রত্যেক মানুষের মর্যাদার সেবা করে এবং সমগ্র মানবপরিবারকে ঐক্যবদ্ধ রাখার বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে"। রোমের পন্টিফিক্যাল ল্যাভোরান বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামে পোপের বার্তাটি পাঠ করেন পন্টিফিক্যাল একাডেমি ফর লাইফ-এর চ্যান্সেলর ফাদার আন্দ্রেয়া চুচি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা: পোপ চতুর্দশ লিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনাকে বর্তমান বিশ্বের সংঘাত ও বিভাজনের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁর মতে, এমন পরিস্থিতিতে প্রযুক্তির বিকাশের জন্য শুধু কারিগরি দক্ষতা যথেষ্ট নয়; এর প্রয়োজন "প্রজ্ঞা ও ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত" একটি দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি আরো বলেন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত-তা যেন "প্রত্যেক মানুষের মর্যাদার সেবা করে এবং মানবপরিবারকে ঐক্যবদ্ধ রাখার বন্ধনকে শক্তিশালী করে।"

এ প্রসঙ্গে পোপ তাঁর সর্বজনীন পত্র Magnifica Humanitas-এর কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, ঈশ্বরের "করুণার পরিকল্পনা আজও ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বিকশিত হচ্ছে" এবং তা ডিজিটাল যুগে সুসমাচার অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য একটি দিকনির্দেশক হয়ে উঠতে পারে (ধারা ২৩০)।

শান্তির হাতিয়ার হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও ব্যবহার যদি মানুষের কল্যাণের প্রতি দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে তা শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে উল্লেখ করেন পোপ। সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণকারীদের আহ্বান জানান - কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জনগোষ্ঠীর মধ্যে "সংলাপ, পুনর্মিলন ও সংহতি" গড়ে তুলতে পারে, -তা গবেষণা করতে। এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সুফলকে "শান্তির হাতিয়ারে" রূপান্তর করার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। পুণ্যপিতার এই আহ্বানের কেন্দ্রে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক প্রশ্ন: প্রযুক্তি কতটা উন্নত হলো, শুধু সেটিই বিবেচ্য নয়; বরং সেই প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণ, মর্যাদা, অধিকার ও শান্তির জন্য কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।



ছোটদের আসর

শকুনি, সিংহ ও শূকর

কোন এক সময়; একটি বনে এক সিংহ ছিল। সেই বনে অন্যান্য প্রাণীরাও সুখে বসবাস করত। গ্রীষ্মকাল এল সেইসাথে চারিদিকে প্রচণ্ড গরম পড়ল। কোথাও কোথাও মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আকাশে মেঘের কোন ছিটেফোঁটা নেই। চারিদিকে গরম হাওয়া বইছিল। বনের প্রাণীরা খাবার জলের সন্ধানে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। জঙ্গল থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ছোট্ট বরগা ছিল। একটি শূকর একদিন সেই বরগাটির সন্ধান পেল। তাই তৃষ্ণার্ত শূকরটি মহা আনন্দে সেই ছোট্ট বরগার দিকে এগোতে থাকল। আর যেই না বরগার জলে সে মুখ দিতে গেল, হঠাৎই সে লক্ষ্য করল বরগার জল যেখানে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এবং সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার বিপরীত দিক থেকে একটি সিংহ এই বরগাতেই জল খেতে আসছে। ক্রমে সে আরও কাছে এল। সিংহের খুব রাগ হল। সে হল বনের রাজা। তার আগে শূকরটা জল খাবে! কিছুতেই না। শূকরকে সে কিছুতেই এই বরগার জল খেতে দেবে না। রাজার সঙ্গে একই জল কেউ খেতে পারে না। অতএব জল খাওয়া নিয়ে দু'জনের মধ্যে বগড়া শুরু হয়ে গেল। প্রথমে কথা কাটাকাটি, পরে তাদের মধ্যে লড়াই বেধে গেল। সে এক সাংঘাতিক লড়াই। অনেকক্ষণ ধরে সে লড়াই চলল। কেউই কাউকে হারাতে পারছিল না। তবে লড়াই করতে করতে দু'জনেই হাঁফিয়ে পড়ছিল। তাই একটু হাঁফ ছেড়ে নিতে গিয়ে উভয়েই লক্ষ্য করল যে, কোন ফাঁকে এক শকুনি তাদের থেকে একটু দূরে বসে অপেক্ষা করছে। কে আগে মরে। মরলেই তার মাংস খাবে। এই দেখে সিংহ আর শূকর একটু থমকে গেল। শকুনির পেটে যাওয়ার চেয়ে বগড়া বন্ধ করাই ভাল। বগড়া করে তাদের কোনো পক্ষেরই কোনো লাভ হবে না। মাঝখান থেকে শকুনের লাভ হবে। তারা একটু থেমে কি যেন ভাবতে লাগল। শকুনিকে দেখে ওদের দু'জনেরই মনে শুভ বুদ্ধির উদয় হল। তারা স্থির করলো আর নয়। তাই সিংহ শূকরকে প্রস্তাব দিল, “ভাই, আমরা আর বগড়া বিবাদ করব না। মারামারি করে আমাদের মধ্যে যে কেউ মরলে ঐ শকুনেরই লাভ হবে। আমাদের সে তখন মজা করে ঠুকরে ঠুকরে খাবে। সেটি আমরা হতে দেব না। তার চেয়ে, ভাই শূকর, এসো আমরা বিবাদ মিটিয়ে নিই। তুমি তো আগে বরগার জল খেতে এসেছ, তাই তুমি ভাই, আগে জল পান কর। আমি পরে এসেছি, তাই পরে জল পান করব।” শূকরটি সিংহকে বলল, “আপনি রাজার মতই আচরণ করলেন। তাই আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। আপনি বনের রাজা। রাজাকে সম্মান জানাতে হয়। তাই আমার অনুরোধ রাজা হিসেবে আপনি প্রথম জলপান করুন, তারপর আমি আপনার প্রসাদ গ্রহণ করব।” শূকরটি এইভাবে বনের রাজাকে যখন বলছিল তখন শকুনিটি সব শুনে ভাবল, আর এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই, আজ তার কপাল মন্দ। এই ভেবে সেখানে আর সময় নষ্ট না করে শকুনিটি উড়ে চলে গেল।

উপদেশ: দু'জনের কলহে তৃতীয় জনের লাভ হয়।

জানা-অজানা

- ❖ বিশ্বের সবচেয়ে বড় মহাসাগর কোনটি?
আটলান্টিক মহাসাগর।
- ❖ বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত কোনটি?
মাউন্ট এভারেস্ট।
- ❖ বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশ কোনটি?
রাশিয়া।
- ❖ পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ নদী কোনটি?
আমাজন নদী।
- ❖ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন কোনটি?
আমাজন বন।

- ❖ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর কোনটি?
হার্টসফিল্ড-জ্যাকসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, আটলান্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- ❖ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৃষ্টির শহর কোনটি?
মাওমিং, চীন।

হে ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা

শ্রাবণ নিকোলাস কন্সতা

মায়ের কোল আলো এসেছিলে এ ধরায়
তোমাকে পেয়ে বাবা লুইস মার্টিন ও মা জেলিয়ার
মধ্যে আনন্দের দ্যুতি ছড়ায়।
তোমার চার বড়বোন তোমাকে জন্মের সময়
বরণ করবে বলে বসেছিল আশায়
তখন তাদের কি যে আনন্দ হচ্ছিল
প্রকাশ করতে পারেনি তাদের ভাষায়।
জন্মের পর অসুস্থ হওয়ায় মনে করেছিল সবাই
তুমি আর বাঁচবেনা
মা চিন্তায় পরে বলেছিল
আমায় মেয়ে কি অলংকার দিয়ে সাজবেনা?
তোমার জন্মের সময় বড়বোনের বয়স ছিল তেরো
জন্মের পর তোমার মা বড়বোনদের ডেকে
বলেছিল,
তোমার বোনের হাতটি ধরো।
ছোট থেকেই যিশুর প্রতি ছিল অনেক ভক্তি
শিশু যিশুর কাছ থেকে পেতে অনেক শক্তি।
তোমার চার বছর বয়সে মা গেলেন মারা
ধীরে ধীরে বড় হয়েছ তুমি মাকে ছাড়া।
কবুতর ও ম্যাগপাই ছিল তোমার পোষা পাখি
কাজ কর্মে কখনো তুমি দিতেনা ফাঁকি।
ক্রুশে বিন্দু যিশুকে প্রাণ ভরে দেখতে
বড়দের কাছ থেকে তুমি ভালো কিছু শিখতে।
কনভেন্টে সবার সাথে কাজ করে পেতে শান্তি;
চ্যাপেলে সাক্রামেন্টের সামনে বসলে
ঘুচে যেত তোমার সব ক্লান্তি।
ধোপাখানায় সবচেয়ে কম
আরামদায়ক জায়গাটি নিতে,
কষ্ট করার জন্য কাথা জড়াতে না তুমি শীতে।
প্রতি মাসে সন্ন্যাসিনী হিসেবে নির্জন ধ্যান করতে
অনেক আনন্দের সাথে যিশুর দেহ ধরতে।
চিত্তবিনোদনের পরে
তুমি সন্ন্যাসিকালীন প্রার্থনা করতে
মনোযোগের সহিত প্রভুর বাণী পড়তে।
মনের ভেতর রাখনি কোন ভয়,
কষ্টগুলো ক্রুশ হিসেবে নিয়ে করেছ ভুবন জয়।
মারা যাওয়ার আগে তুমি বলেছিলে,
আমি পৃথিবীতে গোলাপ বরণ করব।
স্বর্গে গিয়ে আমার প্রিয় যিশুর
হাতটি আবার ধরবো।
তোমার হয়েছিল মরণব্যার্থি যক্ষা
তুমিও অবশেষে মৃত্যু থেকে পাওনি রক্ষা।
১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে
পৃথিবীর ছেড়ে গেলে চলে
তোমার পাণ্ডুলিপিতে অনেক কথাই গেলে বলে।

কেমন তোমার ছবি আঁকেছি!





লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীতে পবিত্র ত্রুশের বিজয়োৎসব পালন

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে আর্চবিশপ পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারস্থ ঐতিহ্যবাহী বলেন, “এই ত্রুশ হলো আমাদের জীবনে পবিত্র ত্রুশ ধর্মপল্লীতে পালিত হলো পবিত্র ত্রুশের বিজয়োৎসব।



এই পর্বের প্রস্তুতি স্বরূপ নয় দিন নভেনা প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পরে এই পর্বদিবস উদযাপন করা হয়। এতে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত কয়েকজন ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারসহ প্রায় ৭০০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলো। পর্বের পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাদর্শপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ত্রুজ।

বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ। যারা এই ত্রুশের উপর আস্থা ভরসা রাখে তারা কখনই বিপথ গামী হতে পারেনা।” তিনি আরো বলেন, “ত্রুশের বিজয় মানে খ্রিস্টভক্ত হিসেবে

আমাদের বিজয়। এই ত্রুশের দিকে তাকালে আমরা নিজেদের কৃত পাপের কথা ভুলে নতুন আনন্দে পথ চলার সাহস ও শক্তি পাই।”

ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “এই পর্ব উদযাপন করার মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করেছি তাই আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। একই সাথে রুকের সদস্য-সদস্যাদের সকল প্রকার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাই।”- আরভিএ সংবাদ

করছে।”

উল্লেখ্য, ২৫ বছর ধরে মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর অধীনস্থ ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপাসনালয়ে ভেলেঙ্কিনি মা মারীয়ার পর্ব পালিত হয়ে আসছে।

ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত সুব্রত বনিফাস টলেস্তিনো বলেন, “ভেলেঙ্কিনি মা মারীয়াকে আরোগ্যদায়িনী মা বলা হয়। আমরা মানুষ অনেক ধরনের শারীরিক রোগে ভুগছি।” ফাদার আরো বলেন, “একই সাথে সমাজে, দেশে এবং বিশ্বে নানা ধরনের অশান্তি বিরাজ করছে। আমি মা মারীয়ার কাছে এই শারীরিক আরোগ্যে পাশাপাশি সমাজ, দেশ ও বিশ্বের শান্তি কামনা করি।”

পর্বদিবসে মঠবাড়ী ধর্মপল্লী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ফাদার, সিস্টার, খ্রিস্টভক্ত ও সমাজের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি সদস্যের পক্ষ থেকে উপস্থিত খ্রিস্টভক্তকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, “ভাসানিয়াতে যে ভেলেঙ্কিনি মা-মারীয়ার পর্বোৎসব পালিত হচ্ছে এটা অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের।”

তিনি আরো বলেন, “আমরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত জীবনে মা-মারীয়ার প্রতি যে বিশ্বাস ও ভক্তি তা ধরে রাখবো। মা মারীয়া যেন আমাদের প্রত্যেককে আত্মিকভাবে সুস্থতা দান করে এই কামনা করি।” - ডিসিনিউজ

আনন্দঘন পরিবেশে ভাসানিয়াতে ভেলেঙ্কিনি মা মারীয়ার পর্বোৎসব পালন

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর অধীনস্থ ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপাসনালয়ের খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ভেলেঙ্কিনি মা মারীয়ার পর্বোৎসব। নয় দিনের নভেনা প্রার্থনার পর এ ভেলেঙ্কিনি মা মারীয়ার পর্বোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় সাত হাজার খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। এ পর্বোৎসবের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি এবং সাথে ছিলেন মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস টলেস্তিনো।



খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও বলেন, “আমার কাছে এই তীর্থ হলো লোকো ধর্ম, এখানে যেমন মাণ্ডলিক উপাসনা আছে, রয়েছে খ্রিস্টপ্রসাদ এবং রয়েছে খ্রিস্টভক্তদের প্রার্থনা। এই তীর্থ সেটা লোকো ধর্ম অর্থাৎ জনগণের ধর্ম, ২৫ বছরে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এটা দেখে যাচ্ছি। সমস্ত আয়োজন ভক্তজনগণ

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হলো খ্রিস্টীয় উপাসনা-সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

আন্তর্জাতিক বিশ্বাস: গত ১৭ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্র, রাজশাহীতে ‘খ্রিস্টীয় উপাসনা-সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা’ অনুষ্ঠিত হয়। চার দিনব্যাপী এ কর্মশালায় বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে মোট ৯৪ জন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় খ্রিস্টীয় উপাসনা-সংগীতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণ, আলোচনা, সংগীত শিক্ষা এবং ব্যবহারিক অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলা, সান্তালী, ওরাও ও লাতিন ভাষার সংগীতের পাশাপাশি সাম-সংগীত, স্বরলিপি, বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক সংগীত এবং সেবক সংগীতের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তিনি বক্তব্যে বলেন, উপাসনায় সঙ্গীত হলো প্রাণ। সঙ্গীত দল ও পরিচালক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বাণীপ্রচার করেন। সাধু আগুস্তিনের মতো বলা যায়, ‘যে একবার গান গায় সে দুইবার প্রার্থনা করে’। বিশপের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মশালার সূচনা হয়।

‘পুণ্য উপাসনায় সংগীত: মণ্ডলীর শিক্ষা ও নির্দেশনা’ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ফাদার উজ্জ্বল গ্রেগরি। এরপর ফাদার লিংকন কস্তা অংশগ্রহণকারীদের ‘স্বরলিপি’ প্রাথমিক পরিচিতি’ বিষয়ে কথা বলেন। এছাড়া ফাদার গৌরব জি. পাথাং-এর পরিচালনায় ‘সামসঙ্গীত শিক্ষা ও অনুশীলন’ অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ সেপ্টেম্বর দিনের প্রথম প্রশিক্ষণ পর্বে ফাদার বাবলু কোড়াইয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত

হয় ‘বাংলা সংগীত শিক্ষা ও অনুশীলন’। বিকেলে ছিলো ভাষাভিত্তিক সংগীত শিক্ষা। এ পর্বে বাংলা, সান্তালী ও ওরাও ভাষার সংগীত

নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন ফাদার বাবলু কোড়াইয়া, আলফ্রেড হেন্সম ও সুমীলা এক্স। ১৯ সেপ্টেম্বর ‘সেবক সংগীত শিক্ষা ও অনুশীলন’ পরিচালনা

করেন সুবাস বাউড়। এছাড়াও ফাদার লিংকন কস্তার পরিচালনায় ছিলো ‘লাতিন গান শিক্ষা ও অনুশীলন’।

সমাপনীতে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা ভবিষ্যতে উপাসনায় কাজে লাগানোর আহ্বান জানানো হয়। চার দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা খ্রিস্টীয় উপাসনায় সঙ্গীতের গুরুত্ব, সঙ্গীত পরিচালনা, স্বরলিপি, সামসংগীত, বাংলা ও বিভিন্ন আদিবাসী ভাষায় উপাসনা সঙ্গীত এবং লাতিন সংগীত সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পান। - বরেন্দ্রদূত

খ্রিস্টভক্তদের মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হলো পবিত্র শিশু মারীয়ার জন্ম উৎসব

সিস্টার অলি তজু এসসি: গত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে সিস্টারস অব চ্যারিটি সম্প্রদায় (মারীয়া বাম্বিনা সিস্টারস) মহাসমারোহে পবিত্র শিশু মারীয়ার জন্ম উৎসব পালন করা হয়। এই পার্বণকে ঘিরে মারীয়া বাম্বিনা চ্যাপেলে ৯ দিন ব্যাপী নভেনা ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নেয়া হয়। নভেনা চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ফাদারগণ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। এই পর্ব দিবসে চারটি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। ৩টি খ্রিস্টযাগ শিশু মারীয়ার চ্যাপেলে এবং আর একটি খ্রিস্টযাগ সাধ্বী খ্রিস্টিনা গীর্জায় অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রেভাল, এপস্টলিক নুনসিও এবং মসিনিওর। উক্ত মহাখ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ফাদার বুলবুল আগুস্টিন রিবের এবং কয়েকজন যাজক উপস্থিত থেকে খ্রিস্টযাগে সহযোগিতা করেন। এছাড়া দূর

দূরান্ত থেকে শিশু মারীয়ার অনেক ভক্তবিশ্বাসীরা খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। এই মহা উৎসবকে ঘিরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সিস্টার কল্যাণী আগুেস পালমা এসসি ও সিস্টার স্মৃতি মেরী কস্তা এসসিকে পোপীয় সম্মাননায় “বেনেমেরেন্টি মেডেল” প্রদান করা হয়। তাঁরা বিগত কয়েক বছর ধরে ভাটিকান এম্বাসি ও নুনসিয়েচারে সেবাদান করে আসছেন। এই

মুহূর্তটি আমাদের ও উপস্থিত খ্রিস্টভক্তদের জন্য অনেক বেশি আনন্দিত এবং স্মরণীয় ছিল। আমরাও এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তের সাক্ষী হতে পেরে ভাগ্যবান মনে করছি। পরিশেষে, বিকেল ৫টার খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে শিশু মারীয়ার জন্ম উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।



বাড়ি বিক্রয়



জেলা মুন্সিগঞ্জ, সিরাদিখান থানা, শুলপুর মিশন, বরইহাজি গ্রাম গির্জা সংলগ্ন বাড়ি বিক্রি হবে।

জমির পরিমাণ ১৮.৩৩ শতাংশ। বর্তমানে সাইড ওয়াল টিনশেড ঘর আছে ৭০০ প্লাস স্কয়ার ফিট হবে, দুটি বেডরুম বারান্দা কিচেন ও টয়লেটসহ।

মোবাইল নম্বর :

০১৭২৩৫৫৫৬১১



দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

“তুমি নেই, তবুও তোমার শিক্ষা আর আদর্শ আমাদের পথ দেখায়।”



প্রয়াত প্রভাত গাব্রিয়েল কোড়াইয়া

জন্ম : ২৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
(নৈপাড়া) ভাদুন, পুবাইল, গাজীপুর।

আমাদের প্রিয় বাবা,

আজ দুই বছর হয়ে গেল তুমি নেই আমাদের মাঝে। কিন্তু তোমার স্মৃতি, তোমার শিক্ষা আর তোমার আদর্শ এখনো আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আলো ছড়াচ্ছে।

তুমি শুধু আমাদের বাবা নও, তুমি ছিলে একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। ২৪ বছরের দীর্ঘ সময় ধরে তুমি জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে গিয়েছো, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। শিক্ষকতা তোমার কাছে শুধু একটি পেশা ছিল না, এটি ছিল তোমার ভালোবাসা, তোমার সাধনা। শ্রেণিকক্ষের বাইরেও তুমি তোমার আদর্শ সমাজ, সংঘ ও সমিতির কাজে নিয়োজিত করেছিলে। তুমি সত্যিই ছিলে একজন আলোকবর্তিকা, যে অন্যের জীবনকে আলোকিত করেছে।

তুমি আমাদের শিখিয়েছো সততা, ন্যায় আর ভালোবাসার শক্তি। শিখিয়েছো কিভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়, কিভাবে আদর্শ আঁকড়ে ধরে জীবন যাপন করতে হয়।

আমরা বিশ্বাস করি, তুমি আজ স্বর্গে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আছো। বাবা, স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য আশীর্বাদ করো যেন আমরা তোমার শেখানো পথে চলতে পারি, যেন আমরা কোনোদিন তোমার স্বপ্ন ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই। আমাদের একটাই প্রার্থনা, জীবনের শেষে যেন আমরা আবার তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তুমি নেই, কিন্তু তুমি আছো প্রতিটি নিঃশ্বাসে, প্রতিটি স্মৃতিতে, প্রতিটি প্রার্থনায়। তুমি চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে। অশেষ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি রইল। - তোমার সন্তানেরা

শোকসহত পরিবারের দক্ষে

স্ত্রী: প্রমিলা আগ্নেস কন্টা

ছেলে- মেয়ে: প্রমিত, প্রিমা ও প্রতীক কোড়াইয়া
এবং কোড়াইয়া পরিবারবর্গ।

৬২/২৭/২৪

প্রাহরিক প্রার্থনা



খ্রীষ্টভক্তদের প্রাত্যহিক বাণী প্রার্থনা

সুখবর! সুখবর !!

শীঘ্রই পাওয়া যাচ্ছে প্রাহরিক প্রার্থনা পুস্তক

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা, খ্রীষ্টমণ্ডলীর নবায়নের মহাসভা। এই মহাসভা বলেছে - শুধু যাজক সমাজ ও সন্ন্যাসব্রতীগণই নন ভক্তসাধারণও যেন প্রাহরিক প্রার্থনা করেন এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা-ডালি অর্পণের মাধ্যমে তারা তাদের মাতামণ্ডলীর নামে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ান।

কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল শীঘ্রই প্রাহরিক প্রার্থনা বই এর ৪র্থ সংস্করণ বের করতে যাচ্ছে।

ঘরে ঘরে বইটি নিন, একত্রে প্রভুর প্রশংসাগানে রত হতে, প্রহর পবিত্রীকরণের উদ্দেশে, অবিরাম প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হতে, সেবায় শক্তিমান হতে। অতি শীঘ্র যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।

মূল্য: ৩৫০/ টাকা মাত্র।

যোগাযোগের ঠিকানা

কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল সার্ভিস

মাদার তেরেসা ভবন

হলি রোজারি চার্চ

তেজগাঁও, ঢাকা

ফোন : ০১৭৪১৭৭৩২৯৯

: ০১৭৯১৩৪৮৯৮৩

কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল সার্ভিস

বেথানী ধ্যান-আশ্রম

গোলা, ঢাকা

ফোন : ০১৭২১৭২৮৭১৩

৬২/১৯/২৪



সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি কাক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য

বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ

বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

বিজ্ঞাপনের অবস্থান ও ধরণ	বাংলাদেশী টাকা	ইউরো	ইউএস ডলার
শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার



আর দেরি নয়,

আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত
বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য
বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।



বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি,
বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ,

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী



৬১/১ সুভাষ বোস এডিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০



ফোন: (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৮৫



E-mail: wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ

বিকাশ নম্বর:

০১৭৯৮-৫১৩০৪২